পরদেশী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পূর্ব্বকথা

পরদেশী প্রকাশিত হইল। ইহার গল্পগুলি যে বৈদেশিক সাহিত্য হইতে গৃহীত, পাঠকপাঠিকাকে সে কথা না বলিয়া দিলেও চলে। তবে গল্পগুলি হুবহু অনুবাদ নহে। স্থলবিশেষে ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়াছি, কোথাও মূল উপাখ্যানের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিতে হইয়াছে, আবার কোন গল্প বা বহুপূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলাম, এখন তাহার ক্ষীণ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া রং ফলাইয়াছি। মোটের উপর সকলগুলিই আপনার ভাবে গড়িয়াছি। তথাপি সেগুলির বৈদেশিকত্ব কোথাও একেবারে লোপ করি নাই।

'চয়ন' বলিয়া কেবল প্রথমশ্রেণীর রচনাই আমি গ্রহণ করি নাই।

দেশ কাল পাত্র, এমন কি, সমাজের রূঢ় ব্যবধানের অন্তরালে, অবস্থাবিশেষে মানবপ্রকৃতি চিরদিনই অবিষম। বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত সম্প্রদায়গুলি একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং কতকগুলি সনাতন সাধারণ নিয়মেই যে নিয়ন্ত্রিত—এই সত্যটুকু প্রস্ফুট করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এখন

পরদেশীর সুখ দুঃখে যদি কাহারো হৃদয়ে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ফুটিয়া উঠে, তবেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে বক্তব্য, প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয় পরদেশীর কভারের পরিকল্পনা দিয়া করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভবানীপুর, ১লা আশ্বিন, ১৩১৭।

পূজনীয়া

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রদ্ধাস্পদাসু-

সূচী

দেশের জন্য ১
লক্ষ্মীলাভ ১২
বৃষ্টি ২১
সহযাত্রিণী ২৯
প্রায়শ্চিত্ত ৪০
বাঁদী ৫৯
কৃতজ্ঞতা ৭২
পরিণাম ৮১
চোরের কৈফিয়ৎ... ... ... ৯৯
সিন্ধুবক্ষে ১০৮
মুক্তি ১২৮

পরদেশী

দেশের জন্য।

১

জানুয়ারি মাস। মেঘে আকাশ ভরিয়া গিয়াছিল। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসে হাড় অবধি ঝন্‌ঝন করিতেছিল। অতিরিক্ত বরফ পড়ার দরুণ শীতটা খুবই বাড়িয়াছিল।

পাড়াগাঁ। মেটে রাস্তা দিয়া কতকগুলি লোক শব বহিয়া আনিতেছিল। বেহারাদের স্কন্ধে ঝোলা, তাহারই মধ্যে মৃতের দেহ; ঝোলার চারিধার ধব্‌ধবে সাদা কাপড়ে ঢাকা।

ঝোলার পিছনে একটি লোক, বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। সে একখানি রিক্‌শ গাড়ী টানিয়া আনিতেছিল। গাড়ীতে দুটি ছোট ছেলে—মুখ দুটি শুখাইয়া গিয়াছে—গায় একখানি লাল কম্বল জড়ানো, তবু তাহাদের শীত ভাঙ্গিতেছিল না।

ঝোলার মধ্যে তাহাদের মার মৃতদেহ। যে রিক্‌শ টানিতেছিল, সে তাহাদের বাপ। রাত্রে ঘুম ভাঙিলে, তারা চাহিয়া দেখে, ছোট ঘরখানি লোকে ভরিয়া গিয়াছে, মার মুখে কথা নাই—আর মার হাতখানি ধরিয়া মার বিছানায় বসিয়া তাহাদের বাপ কাঁদিতেছিল।

তারপর বাপ যখন একটিও কথা না কহিয়া, তাহাদের মুখে চুমা দিয়া রিক্‌শতে বসাইয়া দিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বুঝি অন্য দিনের মতই বেড়াইতে চলিয়াছে। কিন্তু অন্য দিনের মত বাপের মুখে আজ হাসি ছিল না—মাটীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সে রিক্‌শ টানিতেছিল, মুখে কথাটি অবধি নাই! দেখিয়া শুনিয়া ছেলেদুটির মন কি এক দুঃখে ভরিয়া গিয়াছিল।

অনেকক্ষণ পথ চলিয়া সকলে সহরের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল। চারিধারে তখন আঁধার নামিতেছিল, এবং ছেলেদুটির চোখও ঘুমে ভরিয়া আসিয়াছিল!

চোখ মেলিয়া দেখে, মন্দিরের মেঝেয় মাদুরের উপর তাহারা শুইয়া আছে। উঠিয়া ছোট দুটি

থালায় দুইজনে ভাত খাইল, আর ছোট পেয়ালা ভরিয়া দুই পেয়ালা চা।

তারপর রিক্শ চড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসা! আহা, বাড়ী, সুখের বাড়ী! কিন্তু, মা কোথায়? মার বিছানা খালি পড়িয়া রহিয়াছে যে! কোথায় মা? ছোট খোকা মাকে না পাইয়া কাঁদে! সূর্য্যের আলো ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। জানালার ধারে বাপ দাঁড়াইয়াছিল, চোখে তার জল!

২

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ। আকাশে-বাতাসে বসন্তের ঢেউ লাগিয়াছিল। বারাণ্ডায় ছোট গাছগুলিতে নীল ও সাদা রঙের অসংখ্য ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহারই মিষ্ট গন্ধে সমস্ত গ্রামখানি ভরপূর!

রিক্শ গাড়ীর আড্ডায় 'তকতকে' সাজানো গাড়ীগুলি। পাশে বেহারাগুলা বসিয়া-দাঁড়াইয়া 'পাইপ' টানিতেছিল—কেহ-বা গল্প করিতেছিল। দূরে ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। ব্যাপার কি জানিবার পূর্ব্বেই একটি লোক 'খবর!' 'খবর!' বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল।

সকলে বিদ্যুতের মত কাঁপিয়া উঠিল! যে যেখানে ছিল, খবর কিনিবার জন্য সকলেই ছুটিয়া আসিল। দুইটি করিয়া 'সেনে'র বিনিময়ে এক এক খণ্ড কাগজ কিনিয়া ফেলিল! পথে রীতিমত ভিড় জমিয়া গেল।

যুদ্ধ বাধিয়াছে! যুদ্ধ! সকলের প্রাণে জোয়ার বহিয়া গেল! নারী, বালক, যোদ্ধা,—সকলের মনে বাজনা বাজিয়া উঠিল! উত্তেজনায় রক্ত নাচিয়া উঠিল! দেশের জন্য কাজ করিবার আজ সময় আসিয়াছে!

সকলের ডাক পড়িয়াছে! সকলকে যাইতে হইবে। বিধবা জননীর একমাত্র পুত্র, আতুর ও নারী ভিন্ন সকলকেই যুদ্ধে যাইতে হইবে। টৌকিচিকে ত বটেই! এখন এই ছেলেগুলির ভার কে লয়! আর, এই মাতৃহারা ছোট শিশুটি! কাহারো হাতে ইহাদের ভার দিতে পারিলেই, নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধে যাওয়া যায়!

সারা দিন ধরিয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরিয়া বেড়ানোই সার হইল,—কেহই ছেলেগুলির ভার লইতে চাহিল না!

পরদিন খোকাকে থলির মধ্যে লইয়া, পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, বড় ছেলেটিকে রিক্‌শতে বসাইয়া সে পথে পথে ঘুরিল; আজ চিরদিনের জন্য ছেলেগুলিকে সে বিলাইয়া দিবে! কিন্তু, লইবে কে? সকলেরই ত নিজেদের ঝঞ্ঝাট আছে—বেচারাকে কেহই সাহায্য করিল না।

৩

কাল তাহাকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হইবে। নহিলে কারাদণ্ড, কিম্বা বিচারে সকলের সম্মুখে কুকুর-বিড়ালের মত তাহাকে গুলি করা হইবে! বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু! কি সে লজ্জা, কি সে অপমান! কথাটা ভাবিয়া তার বুক হু হু করিয়া উঠিল! মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিল!

ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিল। ছেলে তিনটি ঘুমাইতেছিল। ঘরের আলো নিভ-নিভ হইয়া আসিতেছিল—ছেলেদের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু বড় ছুরিখানা কোথায় থাকিত, টোকিচির তাহা মনে ছিল!

হাঁ—এই সে ছুরি! বাঁট দেওয়া বড় ছুরি! তাহার

শৈশবের সঙ্গী! ইহারই সাহায্যে কত জঙ্গল সে পরিষ্কার করিয়াছে, কত চোরের প্রাণ নিয়াছে! হাত বুলাইয়া টোকিচি দেখিল, এখনও ধার পড়িয়া যায় নাই! তবে এক-আধ জায়গায় মরিচা ধরিয়াছে। শাণ দিলে ভালোই হয়। ধীরে ধীরে শাণপাথরখানি খুঁজিয়া সে বাহির করিল।

'শ্যহ্‌য্‌'! পাথরে ছুরি ঘসা হইল। ছুরিখানা জীবন্ত মানুষের মত শব্দ করিল, 'শ্যহ্‌য্‌'! সেই নিভ-নিভ আলোতে একবার সে ছেলেদের মুখের পানে চাহিল। কি নিশ্চিন্ত ঘুম! নিশ্বাসের শব্দটুকু শুধু শুনা যাইতেছিল। আর কিছু না, এমনই নিস্তব্ধ!

দূরে মন্দিরের ঘণ্টায় বারোটার ঘা পড়িল। কি ভীষণ শব্দ! একটি ছেলে পাশ ফিরিল। তাহার হাতখানা লেপের বাহিরে পড়িল। টোকিচি তাহাদের শিয়রে স্থির হইয়া বসিল। ঘরের আলোটুকুও দপ্‌ করিয়া নিভিয়া গেল।

অন্ধকার! চোখে কিছু দেখা যায় না। আগে, খোকা! কি জানি, যদি তার হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যায়! যদি সে চীৎকার করিয়া উঠে!

সে শব্দে আর দুইটির ঘুম ভাঙিতে পরে! তাহা হইলে, সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে!

আহা, ছোট গলাটুকু! কি নরম! ঠিক জায়গাটি! জাপানীরা জানে, কোথায় ছুরি দিলে, ব্যথা অল্প লাগে।

তার পর, মেজোটি! শীঘ্র—এখনো হাতে বল আছে, হাত দৃঢ় আছে! বড়টির ঐ ঘুম ভাঙিল, না? না। সে আরামে ঘুমাইতেছে! এইবার তার পালা! এইটিই না প্রথম? আর এখন শেষ চিহ্নটুকু! এই ত, সে দিনের কথা! নাম-করণের জন্য বালিকা স্ত্রীর কোলে ছেলেটি দিয়া সে মন্দিরে গিয়াছিল। তাহার হাতে কবচ বাঁধিয়া দেওয়া হইল—কবচের গুণে হৃদয়খানি সকল গুণে ভূষিত হইবে,—মন সাহসে পূর্ণ হইবে। সে ত এই সেদিনের কথা! কিন্তু, আজ? আহা!

হাত কাঁপিয়া উঠিল। একবার!

কপাল হইতে এক ফোঁটা ঘাম ঝরিয়া ছুরির বাঁটে পড়িল। ছুরিখানা হাত হইতে পিছলাইয়া যায়! তবে কি সে পারিবে না? এত দুর্ব্বল হাত! না! কখনও না!

শেষ! সব শেষ! বলি শেষ! দেহগুলি কম্বলে জড়াইয়া সে রিক্শতে তুলিল—তার পর রিক্শ ঠেলিয়া পথে বাহির হইল!

আর কিছু দিন পূর্ব্বে এই পথেই সে বাহির হইয়াছিল। সে দিন তাহার চোখে জল ছিল, কিন্তু আজ নাই! সে দিন আপনার বলিতে যেন কিছু ছিল, আজ কিছু নাই, কেহ নাই—আছে, শুধু নিজের জন্মভূমি! দেশ! সোনার সে দেশ!

তখন শেষ রাত্রি। পাহাড়ের পিছনে চাঁদ উঠিতেছিল! তাহারই আলোকে কবরের স্থানটুকু খুঁজিয়া লওয়া যায়।

ছেলে তিনটিকে তাহাদের মায়ের পায়ের কাছে শোয়াইয়া সে কবরে মাটী চাপা দিল; উপরে ছোট ছোট তালের চারা রোপণ করিল। কি আরামেই ছেলেগুলি এখন ঘুমাইয়া বাঁচিবে! আঃ! সে-ও যদি আজ তাদের পাশে একটু স্থান করিয়া লইতে পারিত!

কিন্তু না! তার জন্য বিদেশের সমরক্ষেত্র যে বুক পাতিয়া রাখিয়াছে, সেইখানে সে বিরাম

লাভ করিবে! এখানে তার স্থান নাই! চল, টোকিচি, এখানে নয়।

টোকিচি হাঁটু গাড়িয়া ভগবানকে একবার ডাকিল।

৪

ভোরের আলো ফুটিতেছিল। ধীরে ধীরে টোকিচি মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরে, সোপানের নিম্নে পাথরের চৌবাচ্ছায় জল ছিল। দেবদর্শনে আসিয়া পাপীরা এই জলে হাতের কালিমা ধুইয়া ফেলে। ভালো করিয়া এই জলে সে হাত ধুইল।

হাত ধুইয়া সে আচার্য্যের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একে একে সব কথা বলিল। আরো বলিল, "এখানকার কাজ আমার শেষ। এখন রাজার জন্য নিশ্চিন্তে মরিতে পারিব। এখানি নিন—এই শেষ! আর আমার কিছু নাই। মন্দিরের দ্বারে আমার রিক্শ আছে, সেখানিও রাখিবেন! এখন আমি রিক্ত—সর্ব্বস্বান্ত"।

কথা শেষ করিয়া লাল কম্বলখানি আচার্য্যের

হাতে সে তুলিয়া দিল, তার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

৫

মার্চ্চ মাস। স্নিগ্ধ প্রভাত। সমস্ত সহর সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। দশ হাজার পতাকার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। পথে আবার লোকের ভিড় জমিয়াছে। সৈন্য-বারিকের ফটকের সম্মুখে ভিড় আরও বেশী! এখনি সৈন্যদল বাহির হইবে।

ভেরী বাজিয়া উঠিল। সৈন্যদের নাম-ডাক আরম্ভ হইল। স্বদেশে বুঝি এই শেষ নাম-ডাক।

“টোকিচি মৎসুসিনা!”

“হাজির!”

দশ মিনিট মাত্র! উৎসাহে, আনন্দে, গর্ব্বে, সৈন্যদল বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সবার চেয়ে অধিক আনন্দ, অধিক উৎসাহ, অধিক গর্ব্ব, আজ টোকিচির!

খুনী? হাঁ, অপরের চক্ষে খুনী হইতে পারে! কিন্তু জাপানীর চক্ষে সে মহাপুরুষ! জন্মভূমির

বেদীর সম্মুখে কি সে আজ আপনার অস্থিচর্ম্ম অবধি বলি দেয় নাই? দেশের জন্য কি সে আজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে নাই? আপনার বলিতে আজ আর সে কিছু রাখে নাই! দেশের জন্য সব,—সমস্ত সে ঢালিয়া দিয়াছে!

* * * *

দূরে, পাহাড়ের ধারে, ছোট গ্রামে এক আচার্য্য কবচ বিতরণ করেন। এ কবচ ধারণ করিলে নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়।

কবচগুলি তিনি স্বহস্তেই রচনা করেন। সেগুলি এমন কিছু অদ্ভুত সামগ্রী নহে, শুধু ছোট রূপালী সূতায় জড়ানো, রক্ত-মাখা কম্বলের টুকরামাত্র!

লক্ষ্মীলাভ।

১

জুল সিকো একজন পাকা ব্যবসাদার। কড়াক্রান্তিটুকু তাহার হিসাবে বাদ পড়িত না। লোকে বলিত, জুল সিকোর লক্ষ্মীশ্রী আছে! কিন্তু এই লক্ষ্মীশ্রীটুকু অর্জ্জন করিতে জুল সিকোকে কি পরিমাণ বুদ্ধি খেলাইতে হইত, লোকে তাহার বড় একটা খোঁজ রাখিত না।

সিকোর বাড়ীর পাশে মাগ্লোরের বাগানবাড়ী। মাগ্লোর বৃদ্ধ—সংসারে পুরানো চাকর জন ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় সঙ্গী ছিল না।

মাগ্লোরের জমিটুকুর উপর সিকোর লোভ পড়িয়াছিল। কিন্তু মাগ্লোর কিছুতে সেটুকু ছাড়িবে না। সে জিদ ধরিয়া বসিয়াছিল, "এখানে জন্ম লইয়াছি, এখানেই মরিব!"

মাগ্লোরের বয়স বাহাত্তর বৎসর। হাড় কয়খানি

এখনো বেশ মজবুত! তাহার দেহপিণ্ডটাকে এখনো কিছুকাল ধরিয়া রাখিতে সমর্থ বলিয়াই মনে হইত।

মাগ্লোরের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া সিকো প্রায়ই তাহার খবর লইত! কোনদিন সে মাগ্লোরকে এতটুকু অপ্রসন্ন দেখে নাই, ইহাই ছিল সিকোর প্রধান বেদনা!

একদিন সিকো আর স্থির থাকিতে পারিল না। মাগ্লোরের নিকট আসিয়া ডাকিল, "মাগ্লোর!"

"কেন?"

"তুমি তা হলে তোমার জমিটুকু বেচিবে না? তোমারি ভালোর জন্য বল্‌ছিলাম।"

"না। বারবার ও কথা আর কেন?"

সিকো কহিল, "বেশ!—তা, আচ্ছা, একটা বন্দোবস্ত করিলে হয় না? দু' পক্ষেরই তাতে লাভ আছে।"

মাগ্লোর কহিল, "কি?"

"তুমি জমিটুকু আমাকে বেচিয়া ফেল—অথচ দখল ছাড়িও না। অর্থাৎ, কথাটা এই—"

মাগ্লোর বসিল।

সিকো বলিল, "ব্যাপারটা তবে খুলিয়া বলি—

প্রতি মাসে তুমি আমার নিকট হইতে নব্বই টাকা পাইবে—অথচ তুমি এই জমিতেই বাস কর—কোন তফাৎ নয়—ঠিক এখন যেমন আছ! কেবল প্রতি মাসে ঐ টাকাটা পাইবে। বুঝিয়াছ?"

মাগ্নোর কথাটা ভালো বুঝিল না, তবে এইটুকু বুঝিল, যে ইহার মধ্যে বেশ একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে! সে কহিল, "তা বুঝিলাম, কিন্তু তোমার লাভ কি? তুমি ত জমি পাইতেছ না!"

সিকো মৃদু হাসিল। সে কহিল, "তাহাতে কি আসিয়া যায়? যতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন কে তোমার দখল ছাড়ায়? কেবল তুমি উকিলের সম্মুখে একখানি দলিলে সহি করিয়া দিবে যে, তোমার মৃত্যুর পর এই জমিতে আমার অধিকার, ওয়ারীশনক্রমে। তোমার ত পুত্র-পৌত্র নাই, মৃত্যুর পর কোথাকার দূরসম্পর্কীয় কতকগুলা ভাইপো-ভাইঝী, যারা তোমার সুখ-দুঃখের কোন খোঁজ-খবর লয় না—তাহারা এই জমি লইবে! তাহাদিগকে দেওয়ার অপেক্ষা আমাকে দেওয়াটা সঙ্গত নহে কি? বিশেষ, আরো, যখন তুমি মাসে মাসে আমার কাছ হইতে এই টাকাটা পাইতেছ?

লাভটা তোমারই অধিক, মাগ্নোর—আমার শুধু ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনামাত্র !”

বৃদ্ধ বিস্মিত হইল ! এতগুলা টাকা ! কোন ক্ষতি নাই—বিন্দুমাত্র অসুবিধা নাই ! মাগ্নোর কহিল, “একটু ভাবিয়া দেখি, সিকো, কাল তোমাকে জানাইব !”

সিকো মৃদু হাসিয়া গৃহে ফিরিল। তাহার আজ খুব আনন্দ হইয়াছিল—যুদ্ধ-জয়ের পর জয়ী নৃপতির যেমন আনন্দ হয়, সিকোর আনন্দ তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে !

সেদিন রাত্রে মাগ্নোরের ভাল নিদ্রা হইল না ! প্রস্তাবটা লোভনীয়, কিন্তু অযাচিতভাবে সিকোর এতখানি ক্ষতিস্বীকার করার সার্থকতা কি ! মাগ্নোর অস্থির হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রত্যূষে মাগ্নোর চুপি চুপি একজন উকিলের নিকট যাইয়া ব্যাপারখানা খুলিয়া বলিল।

উকিল কহিল, “মোটে নব্বই টাকা ? তাহাকে বল, একশ কুড়ি টাকা মাসে চাই—যদি রাজী হয়, ত এখনি লেখাপড়া করিয়া ফেল ! দলিলখানা আমি দেখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি !”

এক কথায়, মাসে একশ কুড়ি টাকা !

মাগ্লোর ভাবিতেছিল, সিকো এখনো কেন আসিতে দেরী করিতেছে !

সিকো শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। মাসে একশ কুড়ি টাকা! না, না! একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়িতেছে !

মাগ্লোর বুঝাইল, কদিনই বা সে বাঁচিবে ? আর বড় জোর পাঁচ ছয় বৎসর ! তাহার শরীরও ভাঙিয়া পড়িতেছে !—তাহা হইলে, মাসে একশ কুড়ি টাকা করিয়া ধরিলে, বৎসরে এক হাজার চারশ চল্লিশ টাকা ! ছয় বৎসরে, আট হাজার ছ'শ চল্লিশ টাকা মাত্র ! তেমনি সম্পত্তির দামই যে পনেরো হাজার টাকা ! ধরিতে গেলে, সিকোর লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। এই সেদিনই সে, সন্ধ্যার সময়, মাগ্লোরের হঠাৎ বুকে ব্যথা ধরিয়াছিল, খুব সামলাইয়া গিয়াছে ! তেমন ব্যথা আর একদিন ধরিলেই ত, সব শেষ হইয়া যাইবে, তখন— !

সিকো কহিল, "না, না, তোমার যা শরীর— তুমি এখনো পনেরো কুড়ি বৎসর বাঁচিবে। তুমি ত আমাকেই মরিতে দেখিবে ! ইত্যাদি।"

পরদিনও টাকার আলোচনাতে কাটিয়া গেল। মাগ্রোর কিছুতে ছাড়িবার পাত্র নহে—অগত্যা সিকো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাগ্রোরের সর্ত্তে সম্মতি দিল।

উকিলের বাড়ী দলিল লেখাপড়া হইয়া গেল।

২

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাগ্রোরের শরীর ও স্বাস্থ্য, সিকোর আশা-আনন্দের পরিবর্ত্তে, দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যবসায়ে সিকোকে কোনদিন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই, কিন্তু এখন এ কি বিপদ!

যখনই সিকো মাগ্রোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, তখনই আপনার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠে। তাহার সমস্ত হৃদয় ধ্বনিত করিয়া বাসনা গর্জ্জাইতে থাকে, "কবে তুমি মরিবে!"

সিকো কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহার মনে হইত, মাগ্রোরের বুকে ছুরি বসাইয়া দেয়! রাত্রে নিদ্রা নাই। জীবনভার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল।

সিকো আসিয়া মাগ্রোরকে কহিল, "আজ আমার বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ। কি বল, মাগ্রোর ?"

মাগ্রোর আপ্যায়িতভাবে কহিল, "ধন্যবাদ, সিকো!"

আবার, ধন্যবাদ! দুষ্ট, জুয়াচোর—মরিবার নামটি নাই, তোমার! ধন্যবাদ ?

সিকো হতাশ হইল। মাগ্রোর অধিক কিছু আহার করিল না—শুধু একটু ফলমূল—একটু রুটি-মাখন, আর একটু ঝোল!

সিকো অনেক পীড়াপীড়ি করিল, এত আয়োজন—এমন পুডিং, রোষ্ট ফাউল, মটন চপ্—কফি, কিছু না! একটু ব্র্যাণ্ডি ?

মাগ্রোর কহিল, "একটু! এক পাত্র—শুধু তোমার অনুরোধে!"

সিকো হাঁকিল, "রোজালি, ব্র্যাণ্ডি! খুব ভাল ব্র্যাণ্ডি— স্পেশ্যালটা—"

মাগ্রোর একনিশ্বাসে পান করিল। সিকো আবার গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালিল! মাগ্রোর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, কহিল, "চমৎকার!"

সিকো কহিল, "তোমাকে কিছু পাঠাইয়া দিব।

তোমার এই শরীর—একটু-আধটুতে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা !”

কিছুদিন পরে পাড়ায় রাষ্ট্র হইল, এই বৃদ্ধ বয়সে মাগ্নোর অতিরিক্ত ব্র্যাণ্ডি পান করিতেছে ! সে নিজে বোতল রাখিয়া দিয়াছে—কেহ জানে না, কোথায় রাখে !

সিকো প্রতিবেশীর কাছে কহিল, “বড় দুঃখের কথা ! এত বারণ করি, কিছুতে শোনে না ! ব্র্যাণ্ডি পায়ই বা কোথা ? আনিয়া দেয় কে ? হায়, হায়, এমন করিয়া শরীরটাকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে !”

* * *

ইহার ঠিক পরদিন, প্রত্যূষে, মাগ্নোরকে শয্যা হইতে উঠিতে না দেখিয়া, পুরানো ভৃত্য কোনমতে দ্বার খুলিয়া দেখে, শয্যার উপর মাগ্নোরের মৃতদেহ ! তাহার মুখে সাদা ফেনা জমিয়া রহিয়াছে। মাথাটা বালিশের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে ! শয্যার নিম্নে একটা খালি বোতল—সেটি সাধারণ ব্র্যাণ্ডির বোতলের মতও নহে।

সংবাদ পাইয়া সিকো ছুটিয়া আসিল। চাকরের সাহায্যে বাক্স খুলিয়া দলিলখানি পকেটে রাখিল। ক্রমে পাড়ার লোকে ঘর ভরিয়া গেল!

শিরে করাঘাত করিয়া সিকো কহিল, "আমার যেন আজ পিতৃ-বিয়োগ হয়েছে! বুড়াকে আমি নিজের বাপের মত দেখতাম! আহা—কোথা থেকে এই লক্ষীছাড়া ব্যাণ্ডি ধরে নিজের মৃত্যু ডেকে আন্‌লে!"

সিকো রুমালে চোখ মুছিল। তাহার এই উচ্ছ্বসিত ভক্তির আতিশয্যে পাড়ার লোক চমৎকৃত হইয়া গেল।

বৃষ্টি।

১

সম্রাট লি-ও-এ মর্ম্মর প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়াছিলেন।

বয়স অল্প, কাজেই মনটি করুণায় ভরা! চারিদিকে অতুল ঐশ্বর্য্য, আমোদ, বিলাস, তবু দীনদুঃখীর কথাটুকু তিনি কখনও ভুলিতেন না!

বৃষ্টি পড়িতেছিল! মুষলধারে, অবিশ্রাম বৃষ্টি! চারিধারে, গাছপালা ফুলপল্লবও যেন চোখের জল ফেলিতেছিল!

সম্রাটের হৃদয় করুণায় ভরিয়া উঠিল। পথের দিকে তিনি চাহিয়াছিলেন, কহিলেন, "আহা, ঐ লোকটির কি কষ্ট! এই অবিশ্রাম বৃষ্টিতে পথে চলেছে, মাথায় একটা টুপিও নাই!" পশ্চাতে ফিরিয়া বয়স্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি জানিতে চাই, আমার পিকিনে এমন হতভাগা ক'জন আছে— মাথায় একটা টুপি দিবারও যাদের সামর্থ্য নাই!"

অবনত শিরে সুঙ্-হি-সাঙ্ উত্তর দিল, "সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর, সর্ব্বশক্তিমান, রাজরাজেশ্বর, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই এ সংবাদ রাজগোচরে আসিবে!"

সম্রাটের মুখে হাসি দেখা দিল। সুঙ্-হি-সাঙ্ নিমেষে প্রধান মন্ত্রী সান্-চি-সানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখনো তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না—ব্যস্ততাবশতঃ শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রীর প্রাপ্য ন্যায্য সম্মানটুকুও তাঁহাকে প্রদান করিতে রাজ-ব্যস্ত ভুলিয়া গিয়াছিল!

কষ্টে নিশ্বাস ফেলিয়া সুঙ্-হি-সাঙ্ কহিল, "বিশ্বের আনন্দ, আমাদিগের সর্ব্বময় প্রভু আজ বিরক্ত হইয়াছেন! এত বড় বেয়াদব, এই লোকগুলা, মাথায় টুপি না দিয়া পথে চলে! সম্রাট তাহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছেন! তিনি জানিতে চান, এমন লোক পিকিনে কতগুলা আছে!"

"এতদূর স্পর্দ্ধা, তাদের?" সান্-চি-সান্ ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন। তখনি সেনাপতি পি-হি-ভোর তলব পড়িল।

পি-হি-ভো নতশিরে মন্ত্রীকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে, মন্ত্রী কহিলেন, "দুঃসংবাদ আছে! মহারাজ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখিয়াছেন!"

বিস্ময়-স্তম্ভিত পি-হি-ভো উত্তর করিল, "সে কি? রাজ্যে এমন একটা ছায়া-নিবিড় কানন নাই, যা' পিকিনের পথ ও প্রাসাদের মধ্যে আবরণের সৃষ্টি করে?"

সান্-চি-সান্ কহিলেন, "কেমন করিয়া এ ব্যাপার ঘটিল, আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু এই যে লোকগুলা মাথায় টুপি না দিয়া পথে চলে, ইহাদের জন্যই সর্ব্বময় সম্রাট আজ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন! পিকিনে এমন বদমায়েশ লোক কতগুলা আছে, তিনি আজই জানিতে চাহেন। ব্যবস্থা কর।"

স্বস্থানে ফিরিয়া পি-হি-ভো অনুচরবৃন্দকে আদেশ দিল, "ডাকো, সেই বুড়া কুকুর, জুর-সাঙ্টাকে! এখনি!"

নগর-রক্ষক বৃদ্ধ জুর-সাঙ্ কম্পিত দেহে, শঙ্কিত মনে সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া যখন তাহার পদপ্রান্তে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া দাঁড়াইল, তখন পি-হি-ভো

তিরস্কারবাণে তাহাকে রীতিমত জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

"বেয়াদব্, পাজী, বিশ্বাসঘাতক, তোমার জন্য, কি, আজ আমরা সকলে রাজরোযানলে দগ্ধ হব?"

জুর-সাঙ্ সভয়ে কহিল, "হুজুরের ক্রোধের কারণ জানিলে, সমস্ত নিবেদন করিতে পারি। নচেৎ আপনার কথার মর্ম্ম ঠিক গ্রহণ করিতে পারিতেছি না!"

"বুড়া কুকুর, এত বড় নগররক্ষা কি তোমার কাজ? কতকগুলা শূকরের পাল চরাও গিয়া! চীন-সম্রাট স্বয়ং নগরে বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! পথে কতকগুলা বেয়াদব্ ঘুরিয়া বেড়ায়—মাথায় তাহাদের টুপিও জোটে না! সূর্য্যাস্তকাল অবধি সময় দিলাম—এমন বেয়াদব্ পিকিনে কতগুলা আছে, সংবাদ আনো!"

ভূমিতে তিনবার শিরস্পর্শ করিয়া জুর-সাঙ্ কহিল, "এখনি প্রভুর আজ্ঞা পালিত হবে।"

কথা শেষ করিয়া জুর-সাঙ্ নিমেষে সে স্থান ত্যাগ করিল। তখন অবিলম্বে বাহিরে বৃহৎ ঘণ্টায় চৌকিদারদিগের তলব পড়িল।

"হতভাগা, ভূতের দল, তোমাদিগকে জীয়ন্ত পুড়াইয়া মারিলেও রাগ মিটে না। এমনি করিয়া তোমরা সহর চৌকি দাও, বৃষ্টিতে লোকগুলা মাথায় টুপি না দিয়া পথে চলে, নজর রাখো না? যাও, এখনি এক ঘণ্টার মধ্যে যাদের মাথায় টুপি নাই, তাদের ধরিয়া আমার কাছে হাজির কর!"

চৌকিদারের দল গালি খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং চকিতে পিকিনের পথে-ঘাটে টুপিহীন লোক ধরিবার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল।

"ধর, পাকড়াও," শব্দে সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বিড়াল যেমন করিয়া ইন্দুর ধরে, তেমনি করিয়া চৌকিদারগুলা লোক ধরিতে লাগিল! প্রাচীরের পাশে, বাগানের বেড়ার পিছনে, নদীর ধারে, বৃক্ষের শাখায়, যেখানে বেচারারা লুকাইয়াছিল, কোন স্থানই চৌকিদারদিগের তীব্র দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। আধ-ঘণ্টার মধ্যে পিকিনের কারাপ্রাঙ্গণ এই সকল টুপিহীন অভাগাদের করুণ আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল!

জুর-সাঙ্ সগর্বে জিজ্ঞাসা করিল, "গুণ্‌তিতে কত হবে?"

চৌকিদারেরা কহিল, "বিশহাজার আটশ একাত্তর জন!"

জুর-সাঙ্ হুকুম দিল, "সবার মাথা কাটো!"

আধ-ঘণ্টার মধ্যে কারাপ্রাঙ্গণে বিশহাজার আটশ' একাত্তরটি হতভাগ্য চীনবাসীর শিরোহীন দেহ গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

সংবাদ লইয়া, জুর-সাঙ্, পি-হি-ভোর সম্মুখে উপস্থিত হইল। পি-হি-ভো আসিয়া সান্-চি-সান্‌কে, ও সান্-চি সান স্যুঙ্-হি-সাঙ্‌কে সংবাদ-জ্ঞাপন করিল।

২

সন্ধ্যা নামিতেছিল। নম্র, শান্ত সন্ধ্যা! বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। বায়ুস্পর্শে বৃক্ষপত্র ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছিল, এবং পল্লব হইতে, হীরার টুকরার মত, বৃষ্টিবিন্দু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িতেছিল। স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণে, পাখীর গানে, মধুর পুষ্পসুরভিতে সারা আকাশ ভরিয়া গিয়াছিল। সমস্ত বাগানখানি যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছিল! কেমন-একটা ঔজ্জ্বল্য, ও আনন্দ যেন চারিধারে ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

ঈশ্বরের পুত্র ও প্রতিনিধি স্বয়ং সম্রাট লি-ও-এ বাতায়নে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন। চারিধারে এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য! তবু তিনি সেই অভাগাদের কথা ভুলিয়া যান নাই!

সুঙ্-হি-সাঙের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "ভালো কথা! সেই অভাগাদের সংবাদ নিয়াছিলে? আহা, বেচারারা একটা টুপি অবধি মাথায় দিতে পায় না!"

মস্তক নত করিয়া সুঙ্-হি-সাঙ্ কহিল, "ভৃত্যগণ প্রভুর আজ্ঞা তখনি পালন করিয়াছে!"

"এমন অভাগা ক'জন আছে? সত্য করিয়া বল, মিথ্যা বলিয়ো না।"

এক হাত আপনার বক্ষে রাখিয়া, অপর হাত আকাশের দিকে তুলিয়া, সুঙ্-হি-সাঙ্ অকম্পিত কণ্ঠে স্পষ্টস্বরে বলিল, "সারা পিকিনে এখন এমন হতভাগা একটিও নাই, যার মাথায় টুপি দিবার সামর্থ্য নাই! প্রভুর সম্মুখে শপথ করিয়া এ কথা বলিতেছি!"

অপূর্ব্ব উল্লাসে, সম্রাটের প্রশান্ত বদন সমুজ্জ্বল

হইয়া উঠিল! মুগ্ধকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "সুখের রাজ্য! সোনার দেশ! আর কি সুখী আমি যে, আমার রাজ্যে দৈন্য নাই, দারিদ্র্য নাই, দুঃখ নাই! ইঙ্গিতে প্রজার দুঃখ-ক্লেশ দূর হয়!"

সুঙ্-হি-সাঙ্ বারবার আভূমি প্রণত হইয়া সম্রাটকে সম্মানপ্রদর্শন করিল।

সম্রাটের মুখে হাসি দেখিয়া প্রাসাদের সকলে আজ আনন্দলাভ করিয়াছে!

প্রজাবর্গের প্রতি সমধিক স্নেহানুরাগের পুরস্কারস্বরূপ সান্-চি-সান্, পি-হি-ভো ও জুর-সাঙ্ বিশিষ্ট রাজোপাধিতে ভূষিত হইল। সমগ্র নগরে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল! বিংশসহস্রাধিক নরকঙ্কালে সমগ্র পিকিনের আনন্দ-কোলাহল এতটুকু রোধ করিতে পারিল না!

সহযাত্রিণী।

সংবাদপত্রে যেদিন সিরির সহিত আমার বিবাহ-বার্ত্তা ঘোষিত হইল, সেদিন আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একটা হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। আমার বিবাহ? যে চিরকাল বিবাহিত জীবনকে একটা ভার বলিয়া তর্ক করিয়া আসিয়াছে! আবার, বিবাহ কাহার সহিত? না, নিতান্ত আত্মপরায়ণা এক নারী, যাহার সহিত কাহারো কথনো বনিবনাও নাই! হুলস্থূল বাধিবার কথাই বটে!

বন্ধু সিসিল আসিয়া কহিল, "ব্যাপারটা কি, বল দেখি? প্রেমের ফাঁদে দুজনে পা দিলে; কেমন করে?"

আমি কহিলাম, "ট্রেণে!"

সিসিল কহিল, "ট্রেণে? অমন বিশ্রী জায়গা—নাকে-চোখে কয়লার গুঁড়া অনর্গল প্রবেশ করছে—একটা কর্কশ ঘট-ঘট ট্রেণের শব্দ—না আছে, পাখীর গান, না আছে, গাছের ছায়া—প্রাণটা

পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে! সে স্থানটা প্রেমের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠল ?"

সিসিল হাসিতে লাগিল।

আমি কহিলাম, "প্রেমের পক্ষে সব চেয়ে সুন্দর স্থান যদি কোথাও থাকে, তবে ঐ ট্রেণে! কেহ কোথাও নাই—বাহিরে কর্ম্মস্রোতের বিপুল গর্জ্জন, ভিতরে দুটী প্রাণী—এমন সুযোগ, এমন অবসর, কি নিতান্ত লোভনীয় নয় ?"

কবিত্বটা আমাকে মোটে স্পর্শ করিত না—কিন্তু ইদানীং কথাগুলাও কেমন সাদাসিধাগোছের হইত না!

সিসিল কহিল, "ব্যাপারখানা খুলেই বল না!"

একটা সিগার ধরাইয়া, সিসিল চেয়ারখানি টানিয়া আমার পাশে ঘেঁসিয়া বসিল!

আমি কহিলাম, "এমন বিশেষ কিছু বলিবার নাই! তবু শোন,—"

আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম,—"এই সেদিনের ঘটনা! ফেব্রুয়ারি মাসের কথা! 'নাইসে' মেলা দেখিবার জন্য বেলা ৮—৫৫ মিনিটের ট্রেণে উঠিলাম—রাত্রের ট্রেণ আমি মোটে পছন্দ

করি না। ঘুম হয় না! তাই, প্রথম রাত্রেই ট্রেণ মার্সেল পৌঁছিলে, নামিয়া, রাত্রিটার মত, সেখানে ওয়েটিং রুমে বিশ্রাম করিব, স্থির করিলাম!—এবং পরদিন, সকালের ট্রেণ ধরিয়া, বেলা দুইটা নাগাদ নাইসে পৌঁছাইব।

ষ্টেশনে, উঃ, সে কি ভিড়। ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুগ্রহে একখানি কামরা বেশ দখল করিয়াছিলাম। সে কামরায় সঙ্গীর মধ্যে কেবল লম্বা-কোট-পরা, আর একটি ভদ্রলোক! তিন-চারিটা ষ্টেশনের পরই তিনি নামিবেন, তখন সম্পূর্ণ কামরাখানি একেলা আমারি অধিকারে আসিবে! একেলা! কেবল ট্রেণে চড়িবার সময়, এই স্বার্থপর নিঃসঙ্গ ভাবটি, এত আরামের, এত আকাঙ্ক্ষার!

দুইটা ঘণ্টা পড়িয়াছে—ট্রেণ এখনি ছাড়িবে—এমন সময় আমাদের কামরার সম্মুখে রীতিমত গোলমাল বাধিয়া গেল!

একটি স্ত্রীলোক—পরিষ্কার কণ্ঠে তীব্রস্বরে কহিতেছে—"না, মশায়, না—আমার ঘুমোবার জন্য স্বতন্ত্র কামরা চাইই।" ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহাকে বুঝাইতেছে—"এখানে সে কামরা দেওয়া যাইতে

পারে না—এখন সকাল সাড়ে আটটা! সন্ধ্যার সময় সে কামরা মিলিবে!"

"কোথায় মিলিবে? আমাকে কতদূর যেতে হবে," ইত্যাদি মৃদু ভর্ৎসনায় স্ত্রীলোকটী ষ্টেশন-মাষ্টারকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

এমন সময় তৃতীয় ঘণ্টা পড়িল। স্ত্রীলোকটি প্রচুর লগেজ লইয়া কামরায় প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই কহিল, "এ কি, কামরায় দুজন লোক!"

ষ্টেশনমাষ্টার বিরক্তির সহিত কহিল, "তা বলে, আপনার জন্য একখানা পূরা গাড়ী ত, ছাড়িয়া দিতে পারি না।"

"বেশ—টেলিগ্রাম করো—যেন, ঘুমোবার গাড়ী, পরের ষ্টেশনে পাই।" ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

স্ত্রীলোকটির সহিত পাঁচ ছয়টা ব্যাগ এবং শীতের কাপড়চোপড় প্রভৃতিও অসংখ্য!

তখন প্রচণ্ড শীত! কুয়াসায় সারাদিন সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে! কামরার সাশি বন্ধ—তাহারি ভিতর দিয়া যতদূর দেখা যায়, কেবলি কুয়াসা—কুয়াসা! বাহিরটা যেন কে আগাগোড়া জমাট বরফে ঢাকিয়া রাখিয়াছে!

স্ত্রীলোকটি সত্যই, দেখিতে বেশ! সেই 'রাগ-রাগ' ভাবে মুখখানিকে যেন আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল!

সঙ্গীটি খুবই গম্ভীরপ্রকৃতির লোক। খপুরের কাগজের মধ্যে তিনি এমন নিবিষ্টবিত্ত যে, জগতের আর কোনদিকে চাহিয়া দেখিবার তাঁহার অবসর ছিল না। প্রবৃত্তিও, বুঝি ছিল না!

তখন বেলা সাড়ে এগারটা! ষ্টেশনের কুলি অভ্যস্ত বুলি হাঁকিয়া গেল, 'লারোচি!' আমাদের গম্ভীর সঙ্গীটি কাগজের তাড়া প্রভৃতি লইয়া নামিয়া গেলেন! 'ষ্টেশন মাষ্টার', 'ইনস্পেক্টর' প্রভৃতি শব্দে স্থানটা কিয়ৎক্ষণ মুখরিত করিয়া স্ত্রীলোকটি আবার স্থির হইয়া বসিল। গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

রাগে, দুঃখে, অপমানে স্ত্রীলোকটি কামরার এককোণে বসিয়া রহিল! আমি কাগজ রাখিয়া দিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের মত তাহার প্রতি কৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। কি সূত্রে আলাপ করা যায়, ইহাই আমার একমাত্র ভাবনা। "জানলাটা খুলিয়া দিব?" "শীতটা প্রচণ্ড"—এ সব মামুলি ভূমিকাও নিতান্ত অসঙ্গত! জানলাত বন্ধ

আছেই,—এই শীতে খুলিবার কথা তোলাই নির্ব্বুদ্ধিতার চিহ্ন! ক্রমে নিস্তব্ধতা অসহ্য হইয়া উঠিল! একটা নূতন রকমে আলাপের সূত্রপাত করিতে হইবে! কিন্তু কি কথা কহিব? কি কথা?

ভাবিয়া উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময় ট্রেণ টোনারে আসিয়া পৌছিল। কুলি হাঁকিল, "টোনার—এখানে পঁচিশ মিনিট ট্রেণ থামিবে!"

আমার সহযাত্রিণী ধীরে ধীরে ব্যাগ নামাইয়া, লগেজ প্রভৃতি গণিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে নামিল। তখন বেলা তিনটা! ক্ষুধায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহযাত্রিণীটি কিছুদূর অগ্রসর হইলে, আমিও ভোজনালয় উদ্দেশ্যে তাহার অনুসরণ করিলাম।

টেবিলে বিলক্ষণ ভিড়। নানারঙের পোষাকে, নানারূপ মূর্ত্তি হাসি-গল্প-গুজবের সহিত ভোজনে ব্যস্ত! কিন্তু এ সকলের প্রতি আমার আদৌ দৃষ্টি ছিল না—পাশের ঘরে ভোজনরতা সহযাত্রিণীর প্রতিই আমার আগাগোড়া লক্ষ্য ছিল।

ভোজনাদি শেষ করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে আমার

কামরার সম্মুখে আসিয়া আমি সিগারেট ধরাইলাম। পঁচিশ মিনিটও শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাত্রীরা দলে-দলে আসিয়া আপন-আপন কামরা অধিকার করিতেছে। আমিও আসিয়া বসিলাম। সহসা দেখিলাম,—আমার সহযাত্রিণীটি ওধারের প্ল্যাটফর্ম্মে বুকষ্টলে বহি কিনিতে ব্যস্ত!

আমি শঙ্কিত হইলাম! ট্রেণ ত এখনি ছাড়িবে! প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে এ সময়টুকুর মধ্যে আসিয়া-পড়া অসম্ভব! সর্ব্বনাশ! বেচারীর ব্যাগ, গরম কাপড় প্রভৃতি ত এখানে পড়িয়া, ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে, সারারাত্রি এই শীতে কি অসহ্য কষ্টই হইবে!

গার্ডের বাঁশী বাজিল—আর উপায় নাই! আমি তাড়াতাড়ি, ব্যাগ, গরম কাপড় প্রভৃতি প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে ছুড়িয়া দিলাম। নিকটে একটা কুলী দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে কহিলাম, "মেমসাহেবের জিনিস।" গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল—আমি প্রাণপণ বলে তাহার লগেজ প্ল্যাটফর্ম্মে ছুড়িতে লাগিলাম।

"একি, একি, মশায়!" পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, আমারি সহযাত্রিণী!

উঃ, আমি কি ভুল করিয়াছি! বুকষ্টলের

স্ত্রীলোকটিকে আমার সহযাত্রিণী বলিয়া মনে করিয়া ছিলাম! কি বিপদ!

সহযাত্রিণী কহিল, "আমার ব্যাগ? লগেজ? কে চুরি করিল?" সে আমার প্রতি চাহিল। কি সে উগ্র, জ্বালাময়ী দৃষ্টি! জীবনে আমি তাহা ভুলিব না।

আমি কহিলাম,—আমার স্বর বাধিয়া যাইতে ছিল—"ভুল করিয়া আমি প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিয়াছি......"

"ভুল! আমার লগেজ?"

"হাঁ, ভয়ঙ্কর ভুল করিয়াছি! কিন্তু আমার উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম—আপনি বুঝি ট্রেণ ধরিতে পারিলেন না—এই প্রচণ্ড শীতে আপনার কষ্ট হইবে ভাবিয়াই আমি আপনার জিনিস-পত্র প্ল্যাটফর্ম্মে একটা কুলির জিম্মায় সব ছুড়িয়া দিয়াছি! পরের ষ্টেসনে টেলিগ্রাম করিয়া দিব। কোন ভাবনা নাই! আমি নিজে, না হয়, টোনারে ফিরিয়া আপনার লগেজ লইয়া আসিব! আপনার মত পোষাক-পরা, এমনি সুন্দরী আর একটি মহিলাকে দেখিয়া, আমি ভুল করিয়া

বসিয়াছি। ক্ষমা করিবেন!" একনিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া গেলাম।

স্ত্রীলোকটি কহিল, "বেশ করিয়াছেন, মশায়,—এখন আমার উপায়? এই প্রচণ্ড শীতে আমার একখানাও গরম কাপড় নাই!"

কথাটা ভাবিবার বটে! আমি কহিলাম, "আমার আলষ্টার—যদি কিছু মনে না করেন—খুলিয়া দিতেছি, আর আমার এই র‍্যাগখানা বেশ গরম! বোধ হয়, বিশেষ অসুবিধা হবে না!"

"ধন্যবাদ! কোন দরকার নাই, মশায়!" স্ত্রীলোকটি চুপ করিয়া এককোণে বসিয়া রহিল!

আমার মনের অবস্থা, তখন! মনে হইতেছিল, ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ি! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

আমি কহিলাম, "যদি কিছু মনে না করেন, ত'—আমার র‍্যাগখানা।"

"কোন দরকার নাই! আমি ত আপনাকে কিছু বলি নাই, মশায়।" আঃ, কি জ্বালা সে স্বরে!

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম! কহিলাম, "আপনি

যদি এই ব্যাগ ও আলষ্টার না লন্ ত, আমি এখনি ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িব, এখনি—"।

আমি কামরার দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলাম।

সত্যই, হয় ত, লাফাইয়া পড়িতাম! মাথার মধ্যে তখন আগুন জ্বলিতেছিল, কোন জ্ঞান ছিল না—স্ত্রীলোকটি আমার হাত ধরিল; ব্যাগ ও আলষ্টার গ্রহণ করিল। আমি বেশ কতক আশ্বস্ত হইলাম!

স্ত্রীলোকটি কহিল, "আপনার যে শীত লাগছে।"

আমি কহিলাম, "কিছু না!" শীত খুবই প্রচণ্ড বটে! কিন্তু আমার পাপের ইহাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত!

তার পর, নানা কথাবার্ত্তা! ভালো মনে নাই, কারণ, তখন আমার অসহ্য শীত লাগিতেছিল! কিন্তু আমি প্রাণ দিতে উদ্যত ছিলাম, এ শীত ত আমার কাছে অতি তুচ্ছ।

রাত্রি সাড়ে সাতটায় ডিজনে পৌছিলাম। টোনারে টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম! শীতে একেবারে জমিয়া যাইবার উপক্রম!

রাত্রি সাড়ে আটটায়, মেকান! যাত্রিণী শয়নকামরার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল!

রাত্রি সাড়ে ন'টায় ভালে। মহিলাটির কথা অস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম। আমার হাতে-পায়ে কোন সাড় ছিল না! নাক জ্বালা করিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল! তার পর, আর কিছু মনে পড়ে না।

যখন চোখ চাহিলাম, তখন দেখি, সজ্জিত কক্ষে শুইয়া আছি! পাশে, আমার সহযাত্রিণী! আমি কহিলাম, "আপনি? আপনার লগেজ?"

সে কহিল, "আমার জিনিষ-পত্র আমি পাইয়াছি, —আপনি নিশ্চিন্ত হোন্—এমন করিয়া কি আত্মহত্যা করিতে হয়?"

সে স্বরে কি আশ্বাস, কি করুণা! স্বর্গের বীণাও বুঝি এমন মধুর নহে!

অচেতন অবস্থায় সিরি আমাকে মার্শেলে আত্মীয়ের বাটী লইয়া আসিয়াছে! পরদিন নাইসে গেলাম। সহযাত্রিণী সিরি এবারও আমার সঙ্গিনী। আর, বেশী কি বলিব? এক সপ্তাহ পরেই ত, বিবাহ!"

সিসিল আমার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "সাবাস!"

প্রায়শ্চিত্ত।

১

রল্‌ফের সহিত যখন এশ্‌বি গ্রামের সুন্দরী বালিকা কারেণের বিবাহ হইয়া গেল, তখন প্রতিবেশিবর্গ একটা ভাবী বিপদের সূচনা আশঙ্কা করিয়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্রামে ত সুপাত্রের অভাব ছিল না! সুন্দর, সবল, অবস্থাপন্ন সকল পাত্রই আনন্দের সহিত কারেণের পাণিগ্রহণে উৎসুক ছিল। তাহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া বনবাসী কাঠুরিয়া রল্‌ফ্‌কে বিবাহ করিতে কারেণের এত আগ্রহের কারণ কি, ইহা ভাবিয়াই প্রতিবেশিবর্গ অত্যধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল।

কারেণের মাতা বা পিতা কেহই জীবিত ছিল না। সে পিতৃব্যের সংসারে ভারের মত হইয়া উঠিয়াছিল—তাই তার বিবাহে পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী মুক্তির আভাস পাইয়া সানন্দে সম্মতি দান করিল। রল্‌ফের সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, নয়নের

স্নিগ্ধ-ঔজ্জ্বল্য গ্রামের অন্য পুরুষ অপেক্ষা সহজেই কারেণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। রল্‌ফের প্রকৃতি উগ্র ছিল, কিন্তু কারেণের প্রেমের অনাবিল ধারায় সে উগ্রতার তাপ শান্ত হইবে না কি? সেই জন্যই প্রতিবেশিনীবর্গের বিদ্রূপ ও বিরাগের মধ্যে একটি নির্ম্মল প্রভাতে স্বামীর হাত ধরিয়া তাহার বনভবনে যাইবার সময় কারেণ হৃদয়ে এতটুকু দ্বিধা বা আশঙ্কা করে নাই!

রল্‌ফ্ কাঠুরিয়া। লোকালয়ের বাহিরে, বনের মধ্যে, তার ক্ষুদ্র কুটীর। নিকটে দ্বিতীয় মনুষ্যের বাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাহারও সহিত রল্‌ফ বড় একটা মিশিত না—মন্তপ রল্‌ফের অশান্ত উগ্র প্রকৃতির কাছে অপরে ঘেঁসিতেই চাহিত না। এই রল্‌ফের হাত ধরিয়া, ইহার উপর প্রেমের অসীম নির্ভর স্থাপন করিয়া কারেণ স্বামিগৃহে পদার্পণ করিল!

গ্রীষ্মকাল। নির্জ্জন বনের কোলে জীবন বড় মধুময়! সারাদিন রল্‌ফ্ বনে-বনে কাঠ কাটিয়া বেড়ায়; কারেণ এধার-ওধার ঘুরিয়া ফলমূল কুড়ায়,—কখনো বা ছায়া-ঘেরা কুটীরের সম্মুখে বসিয়া

জামা কাপড় শেলাই করে; কোনদিন দূর হইতে রল্‌ফের কুঠারের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কোন দিন বা তাহা শুনা যায়ও না! তার পর,সন্ধ্যার আঁধার নামে, কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া, স্বামীর জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় কারেণ পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণতলে বসিয়া থাকে, গাছের আড়ালে, রাঙ্গা মেঘের মধ্যে স্নিগ্ধ সূর্য্য হারাইয়া যায়—চারিধার চন্দ্রের রজতরশ্মিধারায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, রল্‌ফ্ আসিয়া কাঠের বোঝা নামাইয়া কারেণেকে বুকের মধ্যে টানিয়া লয়—তার সুন্দর ছোট মুখখানিতে চুম্বন করে! জগতে তখন কারেণের আর কোন অভাব থাকে না।

গ্রীষ্মের পর, শরৎ আসে। বিহ্বল পবন মাতোয়ারা হইয়া উঠে—গাছের ডাল নাড়া দিয়া, বিকট হাসিতে সে সকলের ত্রাস জাগাইয়া তুলে! দিনগুলিও ক্রমে হ্রস্ব ও নীরস হইয়া আসে। এবং হিমের প্রবলতায় কারেণ অগ্নিকুণ্ডের পাশে আশ্রয় লয়! রাত্রে, কম্পিত দেহে, শয্যায়, কারেণের চোখে কিছুতে যখন ঘুম আসে না, তখন বাহিরে বায়ু গর্জ্জাইতে থাকে, এবং কারেণের মন কি-এক ভয়ে আকুল হইয়া উঠে!

২

রল্‌ফের মনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! তার মুখে এখন আর সে হাসি নাই! দিনান্তে, কাজের শেষে, সে যখন গৃহে আসে, স্ত্রীর জন্য সে হাসি-আনন্দটুকু, আর সে লইয়া, আসে না। এখন তার মুখ গম্ভীর —কারেণ যাচিয়া আদর লইতে গিয়া প্রায়ই নিরাশ হয়। বেচারী কারেণ!

কারেণের মনে সুখ নাই! তার সে উজ্জ্বল বর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে। দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পাখীর মত অসঙ্কোচে সে কত গান গাহিত—শৈশবের সে মধুর গানগুলি, এখন আর গাহিতে পারে না। কে যেন বক্ষে আঘাত করে! কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরে! কি যন্ত্রণা—কি দুঃখ! কারেণ ভাবে, বৃথা এ জীবন! কখনো সে ভাবে, কোথাও পলাইয়া যাইবে! কিন্তু কোথায় যাইবে? পিতৃব্যের গৃহ মনে পড়ে—সহস্র অযত্ন-অনাদরের মধ্যেও, শৈশবের সে গৃহ, আজ, স্বর্গের মত, তার কাছে, স্নিগ্ধ, মনোরম বলিয়া মনে হয়! কিন্তু সে যে বহু দূরে—দুর্গম পথ—প্রচণ্ড শীত—কাজেই মনের সাধ মনে থাকিয়া যায়!

নববর্ষের শুক্ল সন্ধ্যায় কারেণের এক কন্যা জন্মিল। চোখের জল মুছিয়া কারেণ কন্যার মুখে চুম্বন করিল। কন্যা দেখিয়া রল্‌ফ্‌ বিরক্ত হইয়া উঠিল। যদি পুত্র হইত, তাহা হইলে, কি হইত, বলা যায় না—কিন্তু এ যে কন্যা! সে কি শুধু এই অপদার্থ নারীগুলার জন্য খাটিয়া মরিবে, আর ইহারা আরামে বসিয়া তাহার শ্রমলব্ধ আহার্য্যের অংশ গ্রহণ করিবে? একটা স্ত্রী,—সে-ই ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার উপর, আবার কন্যা! রল্‌ফ্‌ উগ্রস্বরে স্ত্রীকে কহিল, "শেষে, একটা কন্যা প্রসব করিয়া বসিলে?"

কারেণ চক্ষু মুদিল। সে কি বিধাতার নিকট কায়মনোবাক্যে পুত্রের জন্যই প্রার্থনা করে নাই? কিন্তু, হায়, এ যে কন্যা! একান্ত দুর্ভাগিনী, সে! নিতান্তই উপায়হীনা, অসহায়া!

মেয়েটি তখন এক মাসের হইয়াছে। রল্‌ফ্‌ সকালে বাজারে গিয়াছিল—রাত্রে আর গৃহে ফিরে নাই। সারারাত্রি কারেণ মেয়েটিকে বুকের মধ্যে লইয়া অধীরভাবে তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। বাহিরে ক্ষুধিত নেকড়ের ভীষণ চীৎকার, আর, ভিতরে, কম্পিত চিত্তে বসিয়া কারেণ, একাকিনী!

সে বৎসর শীতও প্রচণ্ড ছিল, এবং এই ক্ষুধিত পশুগুলা আহারের সন্ধানে, গ্রামের মধ্যে, প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইত না!

স্বামীর নিকট বসিয়া, কারেণ কত নিরাশ্রয় পথিকের করুণ কাহিনী শুনিয়াছে! এই দারুণ শীতে গৃহহারা, পথহারা পথিক বরফের মধ্যে অবশ-তনু লইয়া ক্ষুধাতুর অবস্থায় নেকড়ের মুখে প্রাণ দিয়াছে। শিশুর কলহাস্যমুখরিত কত কুটীর শিশু-হারা হইয়াছে। সুখশয্যা-শায়িত কত দম্পতী নেকড়ের নিষ্ঠুর গ্রাসে পড়িয়াছে! তাই, স্বামীর জন্য ভাবিয়া, একাকিনী, কারেণ স্বামীর অনুপস্থিতিতে সারারাত্রি কি কষ্টই ভোগ করিয়াছে!

ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিল! তুষারাবৃত বনের উপর সূর্য্যের রশ্মি ছড়াইয়া পড়িল, কারেণের মনে জীবনের আশা আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল!

দিবা দ্বিপ্রহরে রলফ্ গৃহে ফিরিল। বদ্ সঙ্গী-গুলার সহিত সারারাত্রি বসিয়া সে মদ্যপান করিয়াছে। মেজাজটা, তাই, অত্যন্ত রুক্ষ ছিল। সে আসিয়া দেখে, কোণে বসিয়া কারেণ শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছে; শিশুর কপালে শীর্ণ হাতখানি

বুলাইতেছে। কারেণ চাহিয়াই দেখিল, স্বামীর কি এ রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি! মুখে, না আছে কোমলতা, না আছে লালিত্য! একটা দানবী হিংসায় রল্‌ফের চোখ দুটা যেন জ্বলিতেছিল। কারেণ ভয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া কন্যাকে পার্শ্বের বিছানায় শোয়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল!

রল্‌ফের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কার্য্যে অপটু, এই মেয়েটা পুতুলের মতই অসার, কুৎসিত! সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "কি? সমস্ত দিন তুমি বসে থাক্‌বে, কোলে ঐ মেয়েটা! আর, কোন কাজ নাই, তোমার! নেকড়েগুলা তোমাকে গ্রাস করে না, কেন? যাও, আমার জন্য খাবার নিয়ে এস, না হলে, এখনই ঐ মেয়ে-শুদ্ধ তোমাকে বরফের মধ্যে তাড়িয়ে দেব! যাও, এখনি যাও, দাঁড়ালে হবে না!"

আহারাদি শেষ করিয়া স্কন্ধে কুঠার লইয়া রল্‌ফ্‌ বনে বাহির হইয়া গেল। রুদ্ধ বেদনায় কারেণ গৃহের কোণেই বসিয়া রহিল, আহার করিল না। আহারে রুচি নাই, জীবনেও তার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, কি করিয়া মরা যায়! দুর্ব্বিবহ এ জীবন-ভার বহিবার ক্ষমতা যে তার নাই! আর

সহ্যও হয় না! ঐ ক্ষুধার্ত্ত নেকড়েগুলা,—একবার তাহাদের সম্মুখে গিয়া ডাকি,—'তোরা আয়, আয়, আমার এ ব্যর্থ জীবনটা লইয়া তোদেরও ক্ষুধার শান্তি হোক্, কারেণেরও সকল জ্বালা জুড়াক!' কিন্তু, মেয়েটি! আহা, সুন্দর মুখখানি, তার মিটিমিটি চাহনিতে কতখানি নির্ভরতা, কতখানি আশ্বাস! ছোট হাতটি নাড়িয়া-চাড়িয়া, সে মায়ের আদর কুড়াইতে চায়! আহা, অবোধ, সে জানে না, তার মায়ের শক্তি কতটুকু! বুকের মধ্যে চাপিয়া তার কচি রাঙ্গা ঠোঁটে অজস্র চুমা ছাড়া হতভাগিনী মায়ের দিবার যে আর, কিছু নাই রে, বাছা, কিছু নাই!

শীতের ছোট বেলা নিমেষে ফুরাইয়া গেল। চোখের জল মুছিয়া কারেণ দীপ জ্বালিল। ধীরে ধীরে জানালার কাছে সেটি রাখিয়া দিল। তাহারই ক্ষীণ আলোক-রেখায় পথ চিনিয়া স্বামী গৃহে ফিরিবে। ঘুমে কারেণের চোখ আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল—শিশুটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল! ঠাণ্ডা বাতাসে কারেণের হাড় অবধি কাঁপিয়া উঠিল। বসিয়া, চোখ মুছিয়া, সে দেখে, রল্‌ফ্‌। মূর্ত্তি তার আরো

ভীষণ, আরো কঠোর! রল্‌ফ্‌ কুঠারখানা ভূমিতে ফেলিয়া দিল। কাঠ কাটিতে গিয়া, আজ তার একটা আঙ্গুলের কিয়দংশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তখনও ক্ষতস্থানে জ্বালা ছিল! রাগের মাত্রাও তাই বাড়িয়াছিল। রল্‌ফ্‌ কহিল, "কি? আর কোন কাজ নাই, শুধু ঘুম! আর ঐ মেয়ে—মেয়ে—মেয়ে! কষ্ট করিয়া একটুক্‌রা রুটী যদি আমি সংগ্রহ করি, তাতে আবার তুমি ভাগ বসাইতে চাও! যাও, বাহির হইয়া যাও, এ ঘরে আর এক দণ্ডও নয়! নিজে রোজগার করিয়া লইয়া এস, আমি আর পারিব না।"

ভীত কম্পিত কণ্ঠে কারেণ কহিল, "—কিন্তু—কিন্তু রল্‌ফ্‌, আমি আজ কিছুই ত খাই নাই—" রল্‌ফ্‌ কহিল, "কোন কথা শুনিতে চাই না, খাও বা না খাও, এ ঘরে থাকা হইবে না! যাও!"

কারেণ কাঁদিয়া ফেলিল, "রল্‌ফ্‌, রল্‌ফ্‌ আমাকে তাড়াইয়া দিবে? তুমি জানো, এ রাত্রে বনে বাহির হইলে নেকড়েরা এখনি আমাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবে! আরো জান, আমার শরীর এখন অসুস্থ, চলিতে পারি না—দুর্ব্বল আমি, তার উপর, আমি চলিয়া

গেলে, তোমার মেয়ের অবস্থাই বা কি হবে? আমারি বা কোথায় আর স্থান আছে?"

রল্‌ফ কহিল, "কি? তুমি মনে করেছ, আমি ঐ মেয়েটাকে নিয়ে বসে থাকব! কখনো না! ওকে নিয়ে তুমি চলে যাও! কারো এখানে স্থান নাই, তোমাদের! কোথায় যাবে, তা আমি জানি না! তবে এখানে থাকা হবে না! এস, বেরিয়ে এসো!"

কারেণের হাত ধরিয়া রল্‌ফ্ আকর্ষণ করিল, কহিল, "নাও, তোমার মেয়েকে নাও।" কারেণ মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইল। রল্‌ফ্ কারেণের হাত ধরিয়া টানিয়া, তাহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল।

বাহিরে, বাতাসে, কারেণ দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। তুষারের কণাগুলি তার মুখে-চোখে বার-বার উড়িয়া পড়িতেছিল। প্রাণপণ-বলে কম্পিত-কণ্ঠে কারেণ ডাকিল, "রল্‌ফ—রল্‌ফ—আজ রাত্রিটা শুধু থাকিতে দাও! কাল সকালে চলিয়া যাইব! আজ রাত্রি—রাত্রিটুকু শুধু! স্ত্রী-কন্যাকে এমনভাবে হত্যা করো না। রল্‌ফ—রল্‌ফ—"

কারেণ ফুঁপিয়া-ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল, কিন্তু কোথায় রল্‌ফ্‌?

সে বসিয়া পড়িল। তার হাত-পা অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বার বন্ধ করিয়া রল্‌ফ্‌ অগ্নির সমক্ষে আসিয়া বসিল। পকেট হইতে ছোট শিশি বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ লোহিত তরল পদার্থটুকু সে গলাধঃকরণ করিল। তারপর, একটা পাইপ ধরাইয়া নিজের মনে কহিল, "আঃ! একটা রাত্রি আরামে কাটাইব! অসুখ—অসুখ—চারিধার হইতে একটা নিরানন্দ ভাব যেন আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল!"

বাহিরে বায়ু গর্জ্জিতেছিল! তুষারের টুক্‌রাগুলা দরজা-জানালায় টিক্‌টিক্‌ করিয়া আসিয়া ঘা দিতেছিল। অদূরস্থ ক্ষুধিত নেকড়ের ভীষণ চীৎকার স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শুনা যাইতেছিল!

একটা বোতলের ছিপি খুলিতে খুলিতে রল্‌ফ্‌ কহিল, "বাঃ—চারিধারে যেন আজ আনন্দের উৎসব লাগিয়াছে!"

৩

পর বৎসর—তেমনই প্রচণ্ড শীত। ঘরের বাহির হওয়া যায় না! অনশনে নেকড়ের গ্রাসে, গ্রামের লোক প্রাণ হারাইতেছে।

প্রতি নেকড়ের মাথা-পিছু যথেষ্ট পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে! শিকারীর দল বনে ঘুরিয়া বেড়ায়—শীত-জর্জ্জর নিস্তব্ধ রাত্রে, তাদের বংশীধ্বনি ও কুকুরগুলার উল্লাস-চীৎকার এই ভীষণতার মধ্যেও একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে!

রলফের বাটীর পাশ দিয়া তারা চলিয়া যায়—পুরানো কাহিনী মনে পড়ে, তাদের কঠোর প্রাণও শিহরিয়া উঠে!

কারেণ ও তার কন্যার অন্তর্দ্ধানের পর, গ্রামের লোক রলফের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিল! রলফ্ বলিয়াছিল, গ্রামে ফিরিয়া সে দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই! খুঁজিতে-খুঁজিতে পথে সে রক্তমাখা বস্ত্রখণ্ড ও কয়েকটুকরা অস্থি দেখিতে পায়। তাহা দেখিয়াই, ব্যাপার বুঝিতে পারে—কারেণ, হয়ত, বনে রলফের সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল। তার পর, নেকড়ের গ্রাসে—হায়, হায়, কি দুরদৃষ্ট রলফের!

গ্রামের লোক, কিন্তু, কেহ সে কথা বিশ্বাস করে না! তারা বলে, রল্‌ফ্‌ই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া পথে অস্থি ও বস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে! নিশ্চয়!

৪

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। রল্‌ফ্‌ আগুনের কাছে বসিয়া হাত-পা গরম করিতেছিল! সহসা সে শুনিল, দ্বারে কে আঘাত করিতেছে!

কোন পথহারা পথিক আর কি! তার জন্য রল্‌ফ্‌ এ বিশ্রাম-সুখ ত নষ্ট করিতে পারে না। এখনও দ্বারে ঘা দিতেছে? আবার? কি নির্লজ্জ!

রল্‌ফ্‌ দ্বারের দিকে চাহিয়া কহিল, "দাও ঘা, যত ইচ্ছা দাও—আমার বাড়ী আমার নিজের জন্য—বরফ-মাখা ভিখারীগুলোর জন্য নয়।"

কিন্তু, নারীকণ্ঠে কে ঐ ডাকে না? বেশ সুস্পষ্ট, মিষ্ট স্বর!

"রল্‌ফ্‌, রল্‌ফ্‌, দ্বার খোল, শীঘ্র দ্বার খোল, বড় দরকার!"

এ কি, তাহারি নাম ধরিয়া ডাকে যে! রল্‌ফ্‌

ভাবিল, কে এ নারী? এ কি চায়? একাকিনী, অসহায় অবস্থায়, এই ভীষণ সন্ধ্যায়, নারী পথে বাহির হইয়াছে! আবার রল্‌ফের বাটীতে আশ্রয় চায়! বিস্ময়ের কথা ত! এ কি তাহারই কোনও পূর্ব্ব-প্রণয়িনী! প্রেম-অভিব্যক্তির পক্ষে কাল ও স্থান বেশ অনুকূল বটে! এই প্রচণ্ড শীত! ভীষণ সন্ধ্যা! কি, এ প্রহেলিকা!

রল্‌ফ্ ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দেখিল,—সম্মুখে, গরম কাপড়ে আপাদমস্তক আবৃতা, মুক্তকুন্তলা অপূর্ব্বোজ্জ্বলা কিশোরী মূর্ত্তি! কেশদাম আগুল্‌ফ-লুণ্ঠিত! এই ঘনতুষারপাতের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলেও, কি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী!

রল্‌ফ্ অনেকক্ষণ স্থির নয়নে দেখিতে লাগিল, পরে কহিল, "তুমি আশ্রয় চাও? কিন্তু ভীষণ রাত্রে একাকিনী বাহির হইয়াছ যে! বড় দুঃসাহস, তোমার! ঐ শোন, নেকড়ের চীৎকার।"

কিশোরী মৃদুকণ্ঠে কহিল, "দুঃসাহস নয়! এই বনেই আমি থাকি! রাত্রি ভীষণ বটে, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যও কঠোর! আমি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি! এখন, এস, রল্‌ফ, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব নয়।"

রল্‌ফের দেহের মধ্য দিয়া একটা সুদূর ভয়ের বিদ্যুৎশিখা যেন বহিয়া গেল। ভয় কি, তাহা জীবনে, বোধ হয়, রল্‌ফ্‌ আজ প্রথম অনুভব করিল!

রল্‌ফ্‌ কহিল, "কিন্তু—"

"চুপ!" কিশোরী কহিল, "কিন্তু না! এস—এখনই—!"

'না' বলিবারও যেন রল্‌ফের শক্তি ছিল না! সে যন্ত্রচালিতের মত হইয়া পড়িয়াছিল! দ্বিতীয় বাক্য ব্যতিরেকে সে কিশোরীর অনুসরণ করিল।

* * *

বনের মধ্যে ঝড় বহিতেছে! গাছপালা যেন ভাঙিয়া পড়িবে! তাহার উপর, এই কন্‌কনে বাতাস হাড়ে গিয়া বিঁধিতেছিল!

রল্‌ফ্‌ কাঁপিতে-কাঁপিতে কহিল, "উঃ, কি শীত!"

কিশোরী রল্‌ফের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কহিল, "হাঁ, খুব শীত! যে দিন কারেণকে তার শিশুর সহিত গৃহের বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছিলে, সে দিনও ঠিক এমন শীত ছিল!"

রল্‌ফের দেহ কম্পিত হইল! এ অপরিচিতা নারী কারেণের কথা কি করিয়া জানিল!

কিছুক্ষণের জন্য কাহারও মুখে কথা নাই। পায়ের কাছে বরফ পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছিল! দুরে, হঠাৎ নেকড়ের চীৎকার শুনা গেল। রল্‌ফ্‌ কহিল, "ঐ নেকড়ে! আঃ, আমি যদি আমার বন্দুক বা কুঠারটাও সঙ্গে আনিতাম! শেষে, নেকড়ের মুখে প্রাণ দিক!"

কিশোরী কহিল, "সে দিনও নেকড়েগুলা এমন ক্ষুধিত ছিল, তাদের দংশন এমনি ভীষণ ছিল, যে দিন কারেণ ও তার কন্যা এই বনে প্রাণ হারায়!"

রল্‌ফ্‌ চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে তুমি, বল!"

কিশোরী গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "এখনি জানিবে, ব্যস্ত হয়ো না।"

আবার দুজনে চলিতে লাগিল। বাতাস আরও গর্জ্জন করিতে লাগিল, শীত আরও প্রচণ্ড হইল। রল্‌ফের দেহ অবশ হইয়া আসিল। তার নাক-মুখ বহিয়া টস্‌-টস্‌ করিয়া দুই ফোঁটা রক্ত পড়িল।

বরফের উপর রল্‌ফ্‌ বসিয়া পড়িল, রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আমাকে মারিয়া ফেল, আর আমি হাঁটিতে পারি না—"

হঠাৎ রল্‌ফ চাহিয়া দেখে,এ সেই স্থান! এইখানে কারেণের রক্তমাখা বস্ত্রখণ্ড সে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। এত তুষারপাতেও সে রক্তের দাগ ত, মুছিয়া যায় নাই! ঐ না ওখানে বরফটা এখনো লাল টক্‌টক্‌ করিতেছে! উঃ!

কিশোরী কহিল, "রল্‌ফ্‌, মনে পড়ে?"

রল্‌ফ্‌ দেখিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে, কিশোরীর চোখ-দুটি যেন তারার মত জ্বলিতেছে। আলুলুন্ঠিত কেশের উপর স্বর্ণ ঝরিতেছে!

রল্‌ফ কহিল, "কি?"

কিশোরী কহিল, "এই স্থান—মনে পড়ে?"

রল্‌ফ্‌ চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে তুমি? বল, বল,—তুমি দানবী, না দেবী, না উন্মাদিনী! কি তুমি চাও? কেন, তুমি আমাকে এখানে টানিয়া আনিলে? তুমি কি জানো না, এখনই, হয়, প্রচণ্ড শীতে, নয়, নেকড়ের গ্রাসে প্রাণ হারাইব? আঃ! এই ভয়ঙ্কর সময়ে, এখনও, তোমার মুখে হাসি? ওঃ! কে তুমি, পাষাণী, নারী তুমি?"

কিশোরী গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে, এই স্থানে, অসহায় অবস্থায়, এমনই ভাবে

কি কারেণ প্রাণ হারায় নাই? রল্‌ফ্‌, তার কথা, এত শীঘ্র তুমি ভুলিয়া গেলে! আহা, বেচারী কারেণ!”

রল্‌ফের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে কিশোরীর হাত ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোথায় লুকাইল? সে কি তবে ছায়ামূর্ত্তি? বিভীষিকা? কাহার অনুসরণ করিয়া সে এতদূর আসিয়াছে? রল্‌ফের শির তখন বরফের উপর লুণ্ঠিত হইতেছিল। কাতর মৃদু কণ্ঠে, রল্‌ফ্‌ কহিল, “তুমি কে, তা বলিবে না?”

রল্‌ফ্‌ শুনিল, দূর হইতে ক্ষীণ অথচ স্পষ্টকণ্ঠে কে কহিল, “আমি নিয়তি। স্বর্গ হতে দেবতারা আমাকে পাঠিয়েছেন! তুমি যে কাজ করেছ, তারই প্রতিফল দিবার জন্য আমি এসেছি! রল্‌ফ, পাপ করে কেউ বিধাতার রাজ্যে পরিত্রাণ পায় না। নির্দ্দোষী বা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করেও পরিত্রাণ নেই! কেহ শীঘ্র তার ফল ভোগ করে, কেহ বা দু' দিন পরে। আজ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! ঐ শোন, নেকড়ের চীৎকার! আরও কাছে! ঐ দেখ, দূরে ছায়ার মত কি সব ছুটিয়া আসে! আমি আসি......!”

* * *

দিনের আলোয় গ্রামের লোক দেখিল, বরফের উপর কতকগুলা অস্থিখণ্ড ও একটা রক্তাক্ত জামা পড়িয়া রহিয়াছে। এ জামা রল্‌ফের, না? কিন্তু বন্দুক বা কুঠার ফেলিয়া রল্‌ফ্ এমন অবস্থায় বনে আসিল কেন? অনুতাপের জ্বালায়? না, চিন্তার তাড়নায়, তার জীবনভার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল! কে উত্তর দিবে? রল্‌ফের মৃত্যুর কারণ কি, কেহ জানিল না! মূক বনানী সে গোপন রহস্য মানুষের কাছে ভাঙ্গিল না! শুধু পত্রমর্ম্মরে মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা ভাবিয়া একবার সে শিহরিয়া উঠিল!

বাঁদী।

১

বয়স তখন ছয় বৎসর। আমরা অনাথ দুটী ভাই-বোন,—মাতুলের গলগ্রহ হইয়াছিলাম। তবে বড়-বেশী দিন তাঁহাকে আমাদিগের ভার বহিতে হয় নাই! ইনিসিয়ার মসজিদে দরবেশদিগের হস্তে ভাই আলিকে ও সারকেসিয়ার বাজারে আমাকে বেশ ভালো দরেই বেচিয়া তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। নূতন মনিবের সহিত আমি কনস্তান্তিনোপলে আসিলাম।

মনিব বৃদ্ধা। আমার বয়সের সহিত খরিদদারেরো দল বাড়িয়া বৃদ্ধাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

বয়স বাড়িয়াছিল, কাজেই অনেক কথা বুঝিতে পারিতাম। কখনো নদীর ধারে, কখনো-বা বাগানে, বসিয়া দেখিতাম,—কত নৌকা বাহিয়া যাত্রী, কত গান গাহিয়া পথিক চলিয়াছে। সীমাহীন কোন্ সুদূর প্রান্তরে, তাহারা কত আনন্দের স্বাদ পাইবে।

কেবল আমারি চারিধারে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডী টানা! উপরকার আকাশখানা প্রকাণ্ড একটা ঢাকনির মধ্যে যেন আমাকে বদ্ধ রাখিয়াছে! প্রতিদিন সেই একই কাজ, একই আহার, একই তিরস্কার! ইহার মধ্য দিয়াই পৃথিবীতে আমার সুখ-দুঃখের গতি! কি বিরাট অধীনতা! আকাশ-বাতাস চারিধার হইতে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছে! আমি এক জন বাঁদীমাত্র! দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যাইলেও, মুখে হাসির দাগ টানিতে হইবে! এমনই বিধির নির্দ্দেশ! তার পর, বাজারে, একদিন খরিদদার নাক-কাণ মাপিয়া ফলমূলের মতই, দর যাচাই করিবে! অসহ্য, এ কষ্ট!

বয়স পনেরো বৎসর মাত্র! পৃথিবীর চারিধারে একটা রঙ্গীন আলোর আভাস পাইতেছিলাম! কি এক আধ-ভোলা স্বপ্নের কথা মাঝে-মাঝে মনে হইত! মনিব আসিয়া কহিল, "পিয়ারা, বসে ভাবছ কি?"

অনেক কথাই ভাবিতেছিলাম! কিন্তু ফল কি! মনিব বলিলেন, "ইনি তোমার নূতন মনিব হলেন—নাচে, গানে, কথায়-বার্ত্তায় এঁকে সুখী করাই তোমার কাজ! বুঝলে? ইনি লোক খুব ভাল!"

বেশ! এ' ত আজ নূতন কথা নয়! তোমাদের

সুখের জন্যই যে আমাদিগের জন্ম! নিজের কিছু নাই,—তোমাদেরই জন্য সব!

২

বৃদ্ধার কথা মিথ্যা নয়! নূতন মনিব আদিলি-হানুমের স্নেহ-যত্নের সীমা ছিল না।

খোদা বুঝি মুখ তুলিলেন! আমার সঙ্গিনী বাঁদীর দল গরীব গৃহস্থের ঘরে পড়িয়াছে—সারাদিন কাজ-কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগের অপরিচ্ছন্ন কুৎসিত ছেলেমেয়েগুলাকে বহিয়া, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া, দারিদ্র্য ও অনশনের বেদনায় তাহারা সারা হইয়া যাইতেছে; আর আমি আদিলি হানুমের বিলাস ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আসিয়া, আজ সকল রকম আদর-যত্নের অধিকারিণী! এক কষ্ট ছিল—সে কষ্ট মর্ম্মান্তিক! আদিলির ভ্রাতা মোরাদের মেজাজ বড় রুক্ষ! তার নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা হইতে কোন দিন পরিত্রাণ পাইতাম না। সে ভর্ৎসনায় এতখানি রূঢ়তা থাকিত যে, পরগৃহবাসিনী আজন্মদুঃখিনী আমার পক্ষেও চোখের জল ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিত।

কেন, সে আমার প্রতি এত বিরূপ ? সুন্দর, কিশোর মোরাদ—আমি তার কাছে কি অপরাধে অপরাধিনী ! মোরাদের মুখে, একটা মিষ্ট কথার জন্য, আমার প্রাণ তৃষিত হইয়া উঠিত ! একবার, শুধু একটি মিষ্ট কথা ! তবু মোরাদকে আমি মার্জ্জনা করিতাম—অবশ্য মনে মনে ! কোনদিন তার বিরুদ্ধে আমার নারী-হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপ উদ্যত করি নাই !

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল ! পশ্চিমের বারান্দায় আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। বড় বড় গাছগুলার গায় সিঁদুরে রঙ্ মাখাইয়া সূর্য্য অনেক নীচে নদীর কোলে হেলিয়া পড়িতেছিল।

পিছনে কার পদশব্দ শুনিলাম—আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বুঝিলাম, মোরাদ আসিয়াছে ! হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি পাছে মোরাদ শুনিয়া ফেলে—ইহা ভাবিয়াই আমি সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিলাম।

সত্যই, মোরাদ ! মোরাদ ডাকিল, "পিয়ারা !"

সে আমার হাত ধরিল ! আমার কপোলের কাছে রক্তটা তালে তালে নাচিয়া উঠিল ! মোরাদের পানে চাহিতেই আমার মুখ আপনি নত হইল !

মোরাদ কহিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ, পিয়ারা ?"

আমি কহিলাম, "আজ বড় দেশের কথা মনে পড়ছে! সেখানে বাগানে গাছের ছায়ায় বসে থাকতুম—সন্ধ্যাবেলায়, চারিধার রাঙিয়ে, সূর্য্য ঠিক এমনি করেই অস্ত যেত!" আমার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল, স্পষ্ট তাহা বুঝিতে পারিলাম।

"পিয়ারা! আমার পানে চেয়ে দেখ। তোমার চোখের কোণে, যেন অনেকখানি জল লুকানো রয়েছে। কাঁদছ নাকি, পিয়ারা ?"

"না!"

"না! তোমার গলার স্বরটাও ভার-ভার যেন!"

"মনটা ভালো নেই!"

"তুমি জানো, পিয়ারা ? আমার বিয়ে!"

আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! আমি সহসা কথা কহিতে পারিলাম না।

মোরাদ আবার কহিল, "তুমি ভাবছো, পিয়ারা, সে কত অসুখী হবে,—যে বেচারী আমার স্ত্রী হতে যাচ্ছে। আমার এই রুক্ষ মেজাজ—কেমন, না ?"

"না, না," আমি বলিলাম, "কেন, সে অসুখী

হবে ? তাকে তুমি ভালোবাসবে, নিশ্চয় ! আমাকে অত বক বলে কি, তাকেও বকবে ?"

মোরাদ আমার হাত ছাড়িয়া দিল ! আমার মাথা বুকের মধ্যে টানিয়া, মোরাদ কহিল, "তুমি ভাবো, আমি তোমাকে কেবলি বকি, ভালোবাসি না ! না, পিয়ারা ? তবে শোন, আমি ভালোবাসি—তোমাকে খুব ভালোবাসি—মানুষে যত ভালোবাসতে পারে ! এত ভালবাসি, যে, তুমি অপরের হবে বুঝ্‌লে তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারি !" কি-এক ভাবে, আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল ! আজ আমার প্রথম মনে হইল, এ পৃথিবী সুন্দর ! এ জগতে সুখ আছে ! আমি কহিলাম, "তবে কেন তুমি আমাকে বক ?"

"কেন, বকি ? পিয়ারা, আমার তিরস্কারে তোমার চোখ ছল-ছল করে, মনে তুমি ব্যথা পাও, —কিন্তু আমি তাতে আরো ব্যথা পাই। তোমাকে তিরস্কার করে আমার চোখেও জল আসে—তা তুমি জানো না ! তোমার চোখের জল আমার মত দুর্দ্দান্ত পশুকে আজ বশ করেছে ! পিয়ারা, আজ হতে তুমি এ গৃহের বাঁদী নও—তুমি

পিয়ারা হাসুম—এ গৃহের গৃহিণী, আমার প্রেয়সী, তুমি!”

বিহ্বল মোরাদ আমার অধরে চুম্বন করিল! আবেশে আমার চক্ষু মুদিয়া আসিল! তার পর ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল! বারান্দায় দাঁড়াইয়া, কম্পিত, অবসন্ন দেহে, আমি ভাবিতেছিলাম, এ কি স্বপ্ন!

বাহিরে চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িতেছিল! রূপালি জলে কে যেন সন্ধ্যার আঁধার ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে!

৩

সেই আজন্মের বাঁদী, আমি, আজ, হাসুম! পুরাতন অভ্যাস একেবারে ছাড়িতে পারি নাই। কখনো বা আদিলির পায়ের কাছে বসিয়া পড়িতাম, আদিলি হাত ধরিয়া পাশে বসাইত! আর, মোরাদের প্রেম! বিধাতার করুণাও বুঝি এমন মধুর নয়!

বাঁদীর দল পাখা ঢুলায়, জুতার ধুলা ঝাড়িয়া দেয়, উঠিতে-ফিরিতে সেলাম করে! আদব-কায়দার কোন ত্রুটী নাই। আহা, বেচারী বাঁদীর দল—তাহাদের কেহ-বা আমারি আজন্মের সঙ্গিনী।

একদিন মনিবের সুখের জন্য, তাহাদিগের মত আমিও এমন উদ্‌গ্রীব থাকিতাম! আর, আজ, আমার সুখের জন্যও, তাহাদিগের এত আগ্রহ, এত যত্ন!

কিন্তু মোরাদের প্রেম লইয়াই আমি বিভোর ছিলাম! বাঁদীর সেবা বা বাঁদীর সুখ-দুঃখের বিষয় লইয়া বড় একটা ভাবিবার সময় ছিল না।

এই সময় আদিলি একদিন বিবাহান্তে সেলোনিকায় স্বামীর গৃহে চলিয়া গেল। আমি আমার প্রাণের সুহৃদ হারাইলাম।

৪

মোরাদের প্রেম ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল! আমার কোন দুঃখ ছিল না! ইঁহার উপর যে দিন পুত্রের মাতা হইলাম, সে দিন আমার সুখের পাত্র কাণায়-কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল! কিন্তু এই সময় একটি বেদনা প্রথম অনুভব করিলাম! সে আমার পূর্ব্ব-বাঁদীসঙ্গিনীদিগের ঈর্ষ্যা।

সহসা একদিন তাহাদিগের কথাবার্ত্তা আমি শুনিয়া ফেলিয়াছিলাম,—আমি আজন্ম বাঁদী—তাহাদের মত পরগৃহচারিণী—খানিকটা রূপের জন্য, কেবল, আজ, তাহাদিগের কর্ত্রী আমি, আর তাহারা

আমারই বাঁদী,—এমনি ধরণের কথা! কিন্তু সে কথায় কি আসিয়া যায়! আমার মোরাদ, চাঁদের কণার মত, সুন্দর, আমার এই শিশু, জগতে ইহাই আমার একমাত্র চিন্তা, একমাত্র সুখ! অপরের কথা ভাবিবার আমার অবসর ছিল না। প্রয়োজনই বা কি?

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুর নিমন্ত্রণে মোরাদ বিকো সহরে গেল। শিশু পুত্রটিকে বুকে চাপিয়া আমি বিরহের দুঃখ ভুলিলাম।

তখন রাত্রি এগারোটা। হারেমের চারিধার নিস্তব্ধ! নিদ্রাস্পর্শে সকলে অচেতন!

সহসা দ্বার খুলিয়া এক বাঁদী আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। তার মুখ বিকট। সে কহিল, "আগুন, বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে।" তার পর সে হাসিল। কি উৎকট, তীব্র, সে হাসি! পরে, বাহির হইতে আমার কক্ষের দ্বারে তালা লাগাইয়া, চকিতে, সে অদৃশ্য হইল।

বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে! তার অর্থ, মৃত্যু, ভীষণ, নিষ্ঠুর মৃত্যু। সমস্ত অঙ্গ জ্বলিয়া যাইবে—অসহ্য! নিজের জন্য ভাবি না, কিন্তু এই শিশু

—সে যে আমার সর্ব্বস্ব,—বিছানায় শুইয়া ছোট হাতদুটি নাড়িয়া হাসিতেছে। এ সময়েও হাসি! আহা, বেচারা, নিতান্ত বেচারা, জানে না, কি বিপদে সে পড়িয়াছে, আর কি অসহায়, অক্ষম, আমি, তার মাতা,—আজ সে বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব না!

জানালাটা খুলিয়া ফেলিলাম! বাহিরে অগ্নি! তার সহস্র রক্ত-শিখা, সর্পের ফণার মত, লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে। কি তীব্র! কি উজ্জ্বল! আজ, উহারই গ্রাসে, আমার হৃৎপিণ্ডটি ছিঁড়িয়া সমর্পণ করিতে হইবে।

তাড়াতাড়ি বিছানার লেপ-মশারি প্রভৃতির সহিত পুত্রকে জড়াইয়া, আমি বুকে বাঁধিলাম। তার পর, ছোট বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

নীচে অনল-শিখা হু হু গর্জ্জিয়া উপরে উঠিতেছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত, এ কি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। ইহারই মধ্যে, আজ,—সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে…… !

আমার জ্ঞান ছিল না। কি করিতে যাইতেছি, কিছু বুঝিতেছিলাম না। একটা অন্ধ দুর্জ্জের শক্তি

আমাকে চালিত করিতেছিল। একমাত্র আমার শিশুর কথাই মনে পড়িতেছিল। বারান্দা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলাম!

৫

চোখ মেলিয়া দেখি, উন্মুক্ত প্রান্তর। বৃক্ষতলে আমি শয়ন করিয়া আছি। আগুন নিভিয়া গিয়াছে। ঊষার আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। এ কি মৃত্যুর পর নূতন জীবন, না, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? শিয়রের কাছে বসিয়া, কে ও? মোরাদ! মুখ পাংশু, বিবর্ণ! আর আমার পুত্র, আমার সর্ব্বস্ব—কোথায় সে!

মোরাদ ডাকিল, "পিয়ারা!"

তার কণ্ঠস্বর বিকৃত! অসহ্য দুঃখে তার মুখে-চোখে কালি পড়িয়াছে। আমি কহিলাম, "খোকা, কোথায়?"

"এই যে গাছের আড়ালে সে ঘুমাইতেছে—কোন ভয় নাই, তার গায়ে এতটুকু আঁচ লাগে নাই, কিন্তু, পিয়ারা, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।" মোরাদ কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি কহিলাম, "ও কি, কাঁদছো, তুমি? তোমরা

আছ, আমার ত কোন দুঃখ, কোন অভাব নাই। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও!"

মোরাদ কহিল, "সে কথা ঠিক। প্রিয়ারা, তুমি আমার সর্ব্বস্ব! এ বিপদে যে তোমাকে হারাই নাই, তাহাই আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা।"

আজ আমরা রিক্ত, নিঃস্ব, সর্ব্ব-হারা। দাস-দাসী পলাইয়াছে। মোরাদ কহিল, "বাঁদীগুলা হিংসার জ্বালায়, গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল।"

* * *

ছোট একটি কুটীরে আমরা থাকি। মোরাদ চাকুরী করে, তাহাতেই দিনপাত হয়। দাসী-বাঁদী নাই। ঘর-দ্বারের কাজ আমিই করি। রাঁধিয়া মোরাদকে খাওয়াই।

একটি চুম্বনে, আমার সমস্ত কর্ম্মের ক্লান্তি হরণ করিয়া, মোরাদ যখন চাকুরীতে বাহির হইয়া যায়, তখন, আমি, গৃহে, শিশুটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া, দিন কাটাইয়া দিই! সন্ধ্যার সময়, দিনের কাজ সারিয়া, মোরাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকি। অঞ্চল নাড়া দিয়া, সন্ধ্যার বায়ু মৃদু বহিয়া যায়—গাছের আড়ালে পাখীর দল গাহিয়া উঠে—খোকাকে

বুকে লইয়া, ঘুমপাড়ানিয়া গানে, তার চক্ষে আমি ঘুম আনি !

মোরাদ আসিয়া বলে,—তার কণ্ঠের স্বর বাধিয়া যায়—"তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে, পিয়ারা, এত খাটিলে, বাঁচিবে কেন ?"

আমার চোখে জল আসে। আমার, আবার,কষ্ট ! আমীর, সে ! কখনো তার কাজ, করা অভ্যাস ছিল না। আমারি জন্য, আজ, সে খাটিয়া সারা ! আমার কথা বাধিয়া যায়,—ইচ্ছা হয়,তার পায়ে মাথা রাখিয়া বলি, আমার খাটুনি, প্রিয়তম ! তার জন্য, কেন তুমি, দুঃখ কর ? আমি যে, তোমার বাঁদী।

কৃতজ্ঞতা ?

১

আমারি একটি রোগীর কথা বলিতেছিলাম! রোগী নহে, রোগিণী। আজ আর তিনি ইহলোকে নাই, তাই বলিতেছি। কাহিনীটিতে বৈচিত্র্য আছে!

রুসে তাঁর জন্মভূমি—আবাল্য, রুসেই তিনি প্রতিপালিতা। অপূর্ব্ব সুন্দরী ও কিশোরী, এই কাউণ্টেস মেরি বারাণো! সুগঠিত নাসা, উজ্জ্বল, নীল চক্ষু, সুন্দর মুখ! কয়েক মাস ধরিয়া রোগ ভোগ করিলেও, লাবণ্যের এতটুকু রেখা ঝরিয়া যায় নাই! ডাক্তারের পরামর্শে, বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য, তিনি ফ্রান্সে আসিতেছিলেন!

ট্রেণের কামরায়,তিনি একাকিনী! ভৃত্য-পরিজন অন্য কামরায় আসিতেছিল। জানালার ধারে বসিয়া কাউণ্টেস পথের প্রান্তে, গ্রাম নদী, ও শৈলমালার উপর দিয়া চক্ষু বুলাইয়া লইতেছিলেন! তাঁর

জন্মভূমি, এই রুসের প্রতি গাছপালাটির উপরও প্রাণের মায়া এতখানি বিস্তৃত, তাহা, তিনি, যেন, আজ, এই প্রথম অনুভব করিলেন। এত সাধের জন্মভূমি ছাড়িয়া, কোথায়, তিনি, কোন্ অপরিচিত বিদেশে চলিয়াছেন !

প্রতি ষ্টেশনে পুরানো ভৃত্য আইভান্ আসিয়া 'কি চাহি, না চাহি' তাহারি সন্ধান লইতেছিল। আইভান্, বৃদ্ধ, পুরাতন, বিশ্বস্ত ভৃত্য !

রাত্রির ঘন অন্ধকার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ট্রেণ দ্রুত ছুটিতেছিল। কাউণ্টেস সেই আঁধার-ঘেরা বাহিরের দিকেই চাহিয়াছিলেন—এ কি অন্তহীন, সীমাহীন, রহস্যময় অন্ধকার ! চোখে নিদ্রা ছিল না।

ফরাসী মুদ্রা-কয়টা ভালো করিয়া গণিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে, ব্যাগটি খুলিয়া, ক্রোড়ের উপর রুমাল বিছাইয়া, তিনি মুদ্রাগুলি ঢালিলেন। সহসা ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগায়, তিনি চাহিয়া দেখেন, কামরার দ্বার খুলিয়া একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করিল—রাত্রির পোষাক-পরা, মাথায় টুপি নাই, চোখ দুইটা বসিয়া গিয়াছে, শ্রান্ত, বিবর্ণ মুখ।

লোকটা কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া রুমালে হাতের কবজী জড়াইয়া লইল। কাউণ্টেস ক্ষিপ্রভাবে ক্রোড়ের মুদ্রার উপর ছোট শালখানি টানিয়া দিলেন। তাঁর ভয় হইতেছিল! এ লোকটা বুঝি-বা কোন দস্যু—তাঁহাকে মুদ্রা গণিতে দেখিয়া কামরায় উঠিয়াছে। ভীতিবিহ্বল স্থির দৃষ্টিতে লোকটার প্রতি তিনি চাহিয়া রহিলেন। লোকটা বুঝিল; বুঝিয়া কহিল, "আপনার কোন ভয় নাই!" কাউণ্টেস কথা কহিলেন না। লোকটা আবার কহিল, "আমি চোর বা ডাকাত নই!"

কাউণ্টেস এবারো কথা কহিলেন না। শালখানা ভালো করিয়া টানিতে, মুদ্রাগুলি ঝন-ঝন শব্দে পড়িয়া গেল। লোকটা বিস্ময়ে ফিরিয়া দেখিল। কাউণ্টেস তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। নীচে লাফাইয়া পড়িবেন, এমন সময় লোকটা উঠিয়া সবলে তাঁর হাত চাপিয়া ধরিল; বেঞ্চে বসাইয়া কহিল, "আমার কথা শুনুন! আমি চোর নই! তার প্রমাণস্বরূপ, আমি এখনি আপনার মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। তবে, আমি দুর্ভাগা, নিতান্ত বিপন্ন। আজ এই রাত্রে রুসের সীমা অতিক্রম

না করিলে, আমার প্রাণ যায়! আপনি আমাকে রক্ষা করুন! আপনার সাহায্য না পাইলে, আমার আর আশা নাই। মিথ্যা অপবাদে, আমার প্রাণ যাইতে বসিয়াছে! আমি বিদেশী—দেশে আমার হতভাগিনী মাতা আমারি পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। সব কথা বলিবার সময় নাই! এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার ভাগ্য-পরীক্ষা! হয়, স্বদেশে, নিষ্কলঙ্ক জীবন-বহন, নয়, মিথ্যা-অপবাদে, বিদেশে, রাজদণ্ডে ভীষণ মৃত্যু!”

নতজানু হইয়া লোকটী মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিল, এবং রুমালে বাঁধিয়া, কাউণ্টেসের হাতে দিয়া, গাড়ীর একপার্শ্বে গিয়া বসিল। গাড়ী চলিতেছিল!

উভয়েই নিস্পন্দ, স্থির! কাহারো মুখে কথা ছিল না! কাউণ্টেস তার মুখের পানে মাঝে-মাঝে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। তার বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে! চেহারা সুন্দর, ভদ্রলোকের উপযুক্ত বটে!

গাড়ী থামিল। আইভান্ আসিয়া কামরার দ্বারে দাঁড়াইল। কাউণ্টেস সহযাত্রীর পানে আর একবার চাহিলেন; ভৃত্যকে কহিলেন, “আইভান,

তুমি বাড়ী যাও! আপাততঃ তোমাকে আমার দরকার নাই।"

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে আইভান্ মনিবের পানে চাহিল, "কিন্তু—কিন্তু—"

"না, কোন প্রয়োজন নাই! আমি দু-একদিন আরো পথে দেরী করিয়া ফ্রান্সে যাইব।" এই, তোমার ভাড়া! জামা ও মাথার টুপি এখানে রাখিয়া, তুমি ফিরিয়া যাও! পরে, আসিও।"

আইভান্ অবাক্ হইয়া গেল। কর্ত্রীর, আজ, এ কি খেয়াল! পোষাক খুলিয়া দিয়া, সে চলিয়া গেল—চোখে তার জল আসিয়াছিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। এবার সীমান্ত অতিক্রম করিবে! আইভানের পোষাক, লোকটার নিকট রাখিয়া, কাউণ্টেস কহিলেন, "এই নিন, মশায়—এখন হতে আপনি আমার ভৃত্য, আইভান্! কিন্তু একটা কথা আছে,—আপনি আমার সহিত কথা কহিবেন না—একটিও না—কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য ধন্যবাদটুকু অবধি না!"

বিদেশী লোকটি বিনাবাক্যে সম্মতি-জ্ঞাপন করিল।

ট্রেণ থামিল। রাজকর্ম্মচারীর দল আসিয়া, কামরার সম্মুখে, দাঁড়াইল। কাউণ্টেস তাহাদিগের হস্তে কাগজ দিয়া, সঙ্গীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আমার ভৃত্য, আইভান্! এই তার ছাড়-পত্র!"

বাঁশী বাজাইয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। সকালে জর্ম্মানির একটি ষ্টেসনে লোকটা নামিয়া গেল। দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সে কহিল, "আমার এই চুক্তিভঙ্গের অপরাধটুকু ক্ষমা করিবেন! আমার জন্য আপনার চাকরটীকে ছাড়িয়া দিলেন। আমি যদি তার কাজ করিতে পারি ত, ধন্য হই! আদেশ করুন!"

"কোন দরকার নাই, মশায়,তবে অনুগ্রহ করিয়া, পাশের কামরা হইতে আমার দাসী এমাকে যদি ডাকিয়া দেন ত, বাধিত হই!"

বিদেশী চলিয়া গেল। পথে, যখনি কাউণ্টেস ষ্টেশনের ভোজনশালায় বসিতেন, তখনি দেখিতেন, একটি লোক প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্ত হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে।

২

সেদিন গৃহে রোগী দেখিতেছি, এমন সময় এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোক আমার নিকট আসিল। রোগীর দল চলিয়া গেলে, অধীর কণ্ঠে কহিল, "ডাক্তার, কাউণ্টেস বারাণোর খবর জানেন? তিনি কেমন আছেন?"

আমি কহিলাম, "তাঁর জীবনের কোন আশা নাই! এ জন্মে, রুসে, বুঝি, তিনি আর ফিরিলেন না!"

লোকটা কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর, মাতালের মত উঠিয়া, সে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় কাউণ্টেসকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে কহিলাম, 'একজন অপরিচিত বিদেশী আসিয়া আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছিল!'

কাউণ্টেস তখন এই কাহিনী বলিলেন। আরো তিনি বলিলেন, 'এই লোকটি ছায়ার মত তাঁর অনুসরণ করে। যেখানে যান, সেখানেই তাকে দেখিতে পান! পাগলের মত, সে তাঁর পানে চাহিয়া থাকে; কখনো একটি কথা বলে না! এর পরিচয়ও তিনি কিছু জানেন না! জানালার ধারে গেলে, এখনি তাকে, হয়ত, দেখিতে পাইব!'

কাউণ্টেস উঠিয়া ধীরে ধীরে জানালায় পর্দা টানিলেন। পথের দিকে চাহিয়া দেখি, সেই ব্যক্তি! প্রভাতে আমার নিকট এই-ই গিয়াছিল, বটে! লোকটি পথের বেঞ্চে বসিয়াছিল! তার দৃষ্টিটুকু এই জানালার পানেই! কি সে হতাশ, আকুল দৃষ্টি!

অনুগত পশুর মত, বুঝি, সে কাউণ্টেসকে ভালবাসিত! কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা কাউণ্টেসের জন্ত, সে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল। এ কি উন্মাদের মত, কাউণ্টেসের দর্শন-বাসনায়, পথে-পথে, সে ঘুরিতেছে!

কাউণ্টেস বলিলেন, "অদ্ভুত এর চরিত্র! আমরা পরস্পরকে জানিনা—কিন্তু প্রত্যহ দু-তিনবার আমি এই জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াই! লোকটির কোন কাজ নাই! ঐখানে বসিয়া, নির্ব্বাক, অচঞ্চল দৃষ্টিতে জানালার পানে ও চাহিয়া থাকে! ইহজগতে এ রহস্তের মীমাংসার সম্ভাবনা নাই, ইচ্ছাও নাই!"

আর-একদিন তাকে দেখিয়াছিলাম! রোগ-যন্ত্রণায়, কাউণ্টেস অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন! কিছুতে শান্তি নাই, আরাম নাই। ভৃত্যেরা সোফা-

খানি টানিয়া জানালার ধারে রাখিল। কাউণ্টেস বালিসে ভর দিয়া বসিয়া, জানালার পর্দ্দা টানিয়া বাহিরের পানে চাহিলেন, দেখিলেন, জানালার পানে তেমনি সে চাহিয়া রহিয়াছে! কি ব্যাকুলতা, তার দৃষ্টিতে! কাউণ্টেসের পাণ্ডু অধরে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল।

লোকটীকে শেষ দেখিয়াছিলাম, সেদিন ভোর ছয়টায়। কাউণ্টেসের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইবার পর মুহূর্ত্তে, যেমন, আমি বাড়ির বাহিরে আসিলাম, সে আমার হাত চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধ স্বরে কহিল, "ডাক্তার, একবার,আমি শেষ দেখা দেখিব, আপনার সম্মুখে শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য।"

আমি তার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলাম। জীবন-হীনা কাউণ্টেসের পাণ্ডুর হাতখানি সে আপনার হাতে তুলিয়া লইল; চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে, শয্যার উপর, আবার সেখানি নামাইয়া রাখিল। তার পর, পাগলের মত, ছুটিয়া, সে কোথা বাহির হইয়া গেল। সেই অবধি, আর কখনো তাকে দেখি নাই!

পরিণাম।

গ্রামের প্রান্তে ছোট একখানি কুটির। ভিতর হইতে প্রবলভাবে নাড়া পাইয়া জানালার কপাট দুইখানা বাহিরে পড়িয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে, একটি লোক বাহিরে লাফাইয়া পড়িল। শুষ্ক মুর্ত্তি, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, ওষ্ঠ কাঁপিতেছে। তার হাতে একখানা ছুরি, তখনো তাহা হইতে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল!

চারিধার নিস্তব্ধ। ভোরের আলো তখনো ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। বিস্ফারিত চক্ষে, একবার, চারিধারে চাহিয়া, লোকটি, মাঠের উপর দিয়া, বনের পানে ছুটিল!

প্রায় আধ ঘণ্টা দ্রুত ছুটিয়া হাঁফাইতে-হাঁফাইতে একটা ঝোপের কাছে আসিয়া সে বসিয়া পড়িল! কপাল হইতে ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে—কাঁটায় পা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বসিয়া, ছুরি দিয়া, সে মাটি খুঁড়িতে লাগিল! গর্ত্ত হইলে, তাহার মধ্যে ছুরিখানা পুঁতিয়া

সে মাটি চাপা দিল, এবং উপরে, ঘাসের চাপড়া ভরিয়া, সেই শিশিরসিক্ত জমির উপর, সে পা ছড়াইয়া বসিল। বসিয়া, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল—কোন শব্দ নাই! চারিদিকে তখন অবিচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ করিতেছিল!

সূক্ষ্ম পরদার মত, রাত্রির অন্ধকার সরিয়া যাইতেছিল, এবং ধীরে ধীরে তাহারি পিছনে, অস্পষ্ট আলো ফুটিয়া উঠিতেছিল! সেই অস্পষ্ট আলোকে চারিধার ছায়ার মত দেখাইতেছিল!

তাহার মনে হইল, জগতের শেষ দিনে, শেষ মুহূর্ত্তে, যেন সে এই বিশাল প্রান্তরে একা বসিয়া আছে—জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই—জীবনের এতটুকু চিহ্নও কোথা নাই! মূক প্রকৃতির সম্মুখে, সে যেন, আজ, কাহার শেষ আহ্বানটির জন্য বসিয়া আছে! কি-এক মোহ তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল।

সহসা কিসের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। পথে গরুর গাড়ী চলিতেছিল। দূর হইতে তাহারি শব্দ, যেন, কেমন অদ্ভুত-মত শুনাইতেছিল!

ধীরে ধীরে প্রকৃতি জাগিতেছিল! পাখীর দল

নিমেষে কুহরিয়া উঠিল! দোয়েল, মিষ্ট রাগিণীতে, সারা গগন ভরিয়া তুলিল! বিধাতার আশ্বাস-সঙ্গীত, দূর আকাশের বক্ষ ভেদ করিয়া, যেন, ধরণীর অঙ্গে, স্নিগ্ধ ধারার মত, ঝরিয়া পড়িল! অসংখ্য পাখীর গানে, ধরণীর প্রভাতী-স্তোত্র, নিমেষে, চারিধারে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এবং পূর্ব্ব গগন উদ্ভাসিত করিয়া লোহিত সূর্য্য তাহাদেরি সহিত বন্দনা-গীতে যোগ দিল। চারিধারে কি-এক অপূর্ব্ব আনন্দদ্যুতি ফুটিয়া উঠিল!

লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল! তার দেহ কাঁপিতেছিল—মাথা ঘুরিতেছিল!

ঝোপের পাতাগুলা সরাইয়া, সন্তর্পণে, সে চারিধারে চাহিল! ঐ না, কার পায়ের শব্দ শুনা যায়? ঐ না, দূরে? না, পাশে? না, শুধু, মনের ভ্রম! সে খুনী—খুন করিয়া পলাইয়াছে, তাই তার এত আতঙ্ক!

ঝোপের মধ্য দিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া সে চলিল! জঙ্গলে, নিবিড় জঙ্গলে, গিয়া আশ্রয় লইবে! যেখানে কেহ আসে না, কেহ থাকে না—জনপ্রাণী নাই—এমন স্থানে গিয়া, তবে, সে বিশ্রাম লাভ করিবে,

আরাম পাইবে—এখানে নয়, এখনি কেহ ধরিয়া ফেলিবে!

সারাদিন বেচারা পথ চলিল! তরুণ সূর্য্য, তখন মাথার উপর উঠিয়াছিল! গাছের পাতার ফাঁক দিয়া তারি দুই-চারিটা কিরণ-রশ্মি বনে নামিতেছিল! গাছের তলায় সে বসিল। কিন্তু, না,—শান্তি নাই, বিরাম নাই—ক্ষুধার জ্বালায় সে অস্থির হইল! গাছে কি ফল নাই? একটিও? তৃষ্ণায় যে, সে একান্ত কাতর! নিকটে কোথাও কি একটু জল মিলিবে না? তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল! কাঁটার ঝোপ ছাড়াইয়া বাহিরে আসিয়াছে, অমনি, সে দেখে,—সর্ব্বনাশ!—দুইটা লোক! উপায়?

একজন কহিল, "কে হে তুমি, বনের মধ্যে?"

ভয়ে তার রক্ত হিম হইল! মুখ সাদা হইয়া গেল! থমকিয়া, সে দাঁড়াইয়া পড়িল! কি বলিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। দ্বিতীয় লোকটি কহিল, "তোমার অত খপরে কাজ কি? বনে কাঠ ভাঙতে এসেছে!"

আঃ, এ যাত্রা, সে বড় বাঁচিয়া গিয়াছে ত!

লোক দুইটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল!

২

আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। এবার, খুব সাবধানে! পথের ধারে, কোনমতে না গিয়া পড়ে, সে বিষয়ে সে সতর্ক হইল! দূরে,একটা নিবিড় ঝোপের ধারে, জল দেখিয়া, দুই হাতে গাছের ডাল-পাতা সরাইয়া, যেমন, সে অগ্রসর হইবে, দেখে,—কি বিপদ—একটা লোক ডোবার ধারে দুই পা মেলিয়া খাইতে বসিয়া গিয়াছে। সে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল! রুটিতে চিনি মাখাইয়া, বাঃ, দিব্য মুখে তুলিতেছে—একটুকরা কি চাহিলে পাওয়া যায় না? দিবে, কেন? কাড়িয়া লইলে হয়, না? না। পা টলে, হাত কাঁপে, বলে আঁটিয়া উঠিবে না—শেষে কি রীতিমত গোল বাধিয়া যাইবে! চুপি চুপি সে সরিয়া আসিয়া, একবার, আকাশের পানে চাহিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "হা ভগবান্, জগতে কোথাও কি আজ আমার স্থান নাই?"

তাহার মনে হইল, জগতে সকলে সুখে আছে—কাহারো কোন দুঃখ নাই, সে-ই শুধু যত-কিছু যন্ত্রণার তাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে!

কাতর দৃষ্টিতে আবার সে তাহার পানে চাহিল! কি আরামেই লোকটি আহার করিতেছে! কুকুর-বিড়ালকে, যেমন, একটুকরা আহার ফেলিয়া দেয়, তেমন করিয়াও, যদি তাকে আজ, কেহ একটুকরা দেয়—আহা!

অন্ততঃ, একটু জল! কিন্তু সম্মুখে যাইতে সাহস হয় না! সহসা সে শিহরিয়া উঠিল! "ঐ—ঐ—সব সন্ধান পাইয়াছে।" সে চাহিয়া দেখিল—যেন, অসংখ্য লোক ছুটিয়া আসিতেছে! সে-ও ছুটিল!

ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথায় চলিয়াছে, তাহা সে জানে না! একটা ঝোপের পাশে আসিয়া আবার সে বসিল! তখন, দূরে, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছিল! তাড়াতাড়ি সে একটা গাছে চড়িল।

অদূরে, অশ্বপৃষ্ঠে, দুইজন প্রহরী আসিয়া উপস্থিত!

একজন কহিল, "এই ক' ঘণ্টায়, কোথায় সে পলাল? বনটা আতিপাতি খোঁজা হচ্ছে—পাওয়া যাচ্ছে না!"

গাছের উপর, ভালো করিয়া, সে ডাল আঁকড়িয়া

ধরিল—নিশ্বাস রোধ করিল—কি জানি, যদি কেহ তাহা শুনিয়া ফেলে!

প্রহরী দুইজন চলিয়া গেল! ক্রমে তাহারা দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইল!

সে-ও নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! যেন,তার পুনর্জন্ম হইয়াছে! কিন্তু ক্ষুধা—বিষম ক্ষুধার জ্বালায়, বনের মধ্যে যে তাকে মরিতে হইবে, তাহার উপায় কি? তবু সে গাছ হইতে নামিল না! আজ দুই দিন সে কিছু খায় নাই!

গাছের শাখায়, পাতার আড়ালে, সে বসিয়া রহিল। তার পর, যখন আকাশে অসংখ্য তারা ফুটিল, ধরণী আবার নিদ্রার নীরবতায় আচ্ছন্ন হইল—তখন সে ধীরে ধীরে গাছ হইতে নামিল।

গাছের তলায়, চক্ষু মুদিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছিল, "হতভাগা, রাক্ষসের মত, স্ত্রী-পুত্রকে মারিয়া, পলাইয়া, কোথায় চলিয়াছিস! কোথায় গিয়া জুড়াইতে চাস! ফাঁসির ভয়ে বনে-বনে এমন অনশনে ঘুরিয়া, কতদিন, কাটাইবি! এই আতঙ্ক, এই বিভীষিকা লইয়া বাঁচিয়া সুখী হইবি!

কেমন শাস্তি—তবু, অপরাধের তুলনায়, কত লঘু! আহা, সাধ্বী স্ত্রী, অসহায় সন্তানগুলা!—"

বসিয়াই, সারা রাত কাটিল। তার পর, প্রভাতের আলো ফুটিল! তার মাথাটা ঝিঁঝিঁ করিয়া উঠিল! আর সে পারে না—প্রচণ্ড ক্ষুধার যন্ত্রণা! না হয়, ধরা পড়িবে—কিন্তু চাই, 'অন্তত এক টুকরা রুটি! চাই-ই!

পা আর চলিতে চাহে না! ভূমিতে দেহভার লুটাইয়া দিতে সাধ হয়! তবু চলিতে হইবে! হা রে, মানুষের বাঁচিবার সাধ! অঙ্গ হইতে ঘাসের টুকরা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, সে উঠিল! নিকটে সরাই ছিল! সেইদিকে সে চলিল! ধীর, মন্থর গতি—মাতালের মত, তার পা টলিতেছিল!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে, সে গ্রামে আসিল। ঐ না, কুঞ্জের মত, পাতায়-ঘেরা সরাই দেখা যায়! আঃ, এ যেন স্বর্গ! সরাইয়ের কর্ত্তা কহিল, "কি দোব তোমাকে, ভাই?"

"রুটি, আর একটু মদ!"

"শুধু রুটি, আর মদ? তা কেন,—একটু পনীর?"

"না—শুধু রুটি আর মদ—পনীর নয়! আমার কাছে অত পয়সা নাই!"

"পয়সার জন্য ভাবিয়ো না! তোমার যে রকম চেহারা দেখিতেছি, কতকাল খাও নাই—দামের জন্য ভাবনা নাই!"

অদূরে গির্জ্জার ঘড়ি বাজিল! লোকটি শিহরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের শব্দ, ও?"

"কেন? গির্জ্জার ঘড়ি! আজ যে রবিবার। তুমি কি খ্রীষ্টান নও? এখনি দেখিবে, কত লোক আসিবে, এখানে!"

মুখে সে রুটি তুলিতেছিল,—ভয়ে, রাখিয়া দিল। কত লোক আসিবে! সর্ব্বনাশ! সে ভাবিল, তবে পলাই! কিন্তু সহসা পলাইলে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা—সন্দেহ করিবে যে! মাথায় হাত রাখিয়া, সে ভাবিতে লাগিল! কি ভাবিতেছিল, নিজেই তাহা জানিত না! উঠিতে যাইবে, এমন সময়, সে শুনিল, "এই যে পুলিশের দারোগা আসছেন!"

তার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। মাথায় রক্ত চন্-চন্ করিয়া উঠিল।

দারোগাকে দেখিয়া, কোণের বেঞ্চে, সে শুইয়া পড়িল—যেন, কত নিদ্রাতুর! কাহাকেও সন্দেহের কোন কারণ দিবে না, সে ঠিক করিয়াছিল।

ক্রমে আরো তিন-চারিজন লোক আসিয়া জমিল।

দারোগা কহিল, "আর পারি না—রবিবারেও ছুটি নাই। কুকুরের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছি! কোথায় শিকার, তার সন্ধানই নাই!"

একজন কহিল, "রবিবারেও কাজ! কি এমন ব্যাপার, হে?"

আর একজন কহিল, "চোর, আর কি!"

দারোগা কহিল, "চোর, কি? খুনী আসামী! স্ত্রী ও তিনটা ছেলেকে খুন করিয়া পলাইয়াছে—এমন কথা কখনো শুনিয়াছ?"

"সর্ব্বনাশ! ধরা পড়ে নাই?"

"না।"

"তাইত, লোকটার নাম কি?"

"পিরি পিকার্ড।"

"খুনের কারণ, কি?"

"কারণ আর, কি? তার প্রহারের জ্বালায়

সাধ্বী স্ত্রী কাঁদিয়া দিন কাটাইত। ছেলেগুলা তিনদিন অনাহারে থাকে, কাজেই সে পাঁচ বাড়ী ভিক্ষা করিয়া ছেলেগুলার মুখে অন্ন দেয়। এই তার দোষ! না খাইয়া, মরে নাই—তাই পিকার্ড সকলকে খুন করিয়া নিঃঝঞ্ঝাট হইয়াছে! বদমায়েশ্‌ পাজী, অমন লক্ষ্মী স্ত্রীর গায়েও হাত তোলে!”

“লক্ষ্মীছাড়াটা এখনো ধরা পড়ে নাই? সকলে মিলিয়া সন্ধান করি, চল! আজ রবিবার—অন্য কাজকর্ম্মও নাই ত!”

“বেশ কথা”—একসঙ্গে লোকগুলা গর্জ্জিয়া উঠিল।

পিকার্ডের মনে হইল, কে যেন সহস্র কামান দাগিল!

দারোগা কহিল, “এই দেখ, তার ছবি। এখন, বোধ হয়, তাকে দেখিলে চিনিবে!”

“নিশ্চয়, নিশ্চয়! কোন ভুল নাই।”

পিকার্ডের নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম করিল। দারোগার কথার প্রতি বর্ণ, মুগুরের মত, যেন তার গায় বাজিতেছিল! তার মনে হইতেছিল, আর

কতক্ষণই-বা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক! এত আলো, এখনি সব নিভিয়া যাইবে!

ভারী বুটের শব্দ করিয়া দারোগা পিকার্ডের দিকে আসিল, কহিল, "এই যে, তোফা, একজন ঘুম দিচ্ছে! কে, এ? ওহে, একবার এদিকে চাও,—তোমার মুখখানা দেখি! আমাদের একটি বন্ধুকে পাওয়া যাচ্ছে না—এত খুঁজছি—দেখি তুমি ত, সেই নও?"

সেই মুহূর্ত্তে, পিকার্ড মুখ ফিরাইল। তার মুখ, মরার মত, সাদা হইয়া গিয়াছিল! চোখের তারা দুইটা যেন ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল! মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! গা-ও ছম-ছম করিতেছিল।

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই ত সে! নিশ্চয়!"

ধরিবার জন্য, দারোগা যেমন হাত বাড়াইবে, অমনি সে কুপিত ব্যাঘ্রের মত তার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। হঠাৎ টাল সামলাইতে না পারিয়া, দারোগা পড়িয়া গেল। অপর লোকগুলা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের ভাঙা

জানালা গলিয়া, পিকার্ড একেবারে বাহিরে লাফাইয়া পড়িল! এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া গেল! যেন, একটা স্বপ্ন!

তারপর, ছুট, ছুট, ছুট! দিক-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুট দিল!

অনেকটা পথ ছুটিয়া, মাঠের মধ্যে আসিয়া সে বসিয়া পড়িল। আর ছুটিবার শক্তি নাই! একটু না জিরাইয়া লইলে, এখনি পড়িয়া মরিবে!

যেমন বসিয়াছে, অমনি একটা মিশ্র কোলাহল শুনা গেল। কিসের শব্দ? ইঃ, তাহারি অনুসরণে যে, অসংখ্য লোক ছুটিয়াছে! আর উপায় নাই! শ্রান্ত, শ্বাসরুদ্ধ পিকার্ড হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল! সে দৃষ্টির সহিত শরীরের সমস্ত রক্ত যেন ছুটিয়া বাহির হইবে! চারিদিকে ভূমি সমতল—একটা ছোট পাহাড় নাই, গহ্বর নাই, এমন-একটা গাছের ঝোপও নাই—যে সে লুকাইয়া বাঁচে! এ কোথায় সে ছুটিয়া আসিয়াছে! কোন্ পথে?

তবু একবার চেষ্টা করিয়া, দেখিতে হইবে! শেষ চেষ্টা। নিতান্ত অলসের মত, সে আত্মসমর্পণ করিবে না! শরীরটাকে কোনমতে টানিয়া

সে একটা পুষ্করিণীর ধারে গেল! ধীরে ধীরে জলে নামিয়া, গলা অবধি ডুবাইল—তারের লম্বা ঝোপগুলা মাথার উপর টানিয়া, সে বেশ একটী আবরণের সৃষ্টি করিল! এবং ভূমিলগ্ন বৃক্ষের মত, যেন শিকড় গাড়িয়াছে, এমন নিশ্চলভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর যখন জলটুকু স্বচ্ছ দর্পণের মত স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন পুষ্করিণীর তীরে প্রায় বিশজন চৌকিদার আসিয়া পৌঁছিল! অশ্বের হ্রেষা ও মানুষের চিৎকারে স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল!

দারোগা কহিল, "কোথায়, গেল, সে শয়তান?"

একজন কহিল, "আশ্চর্য্য! পাঁচ মিনিট আগে এধারে, তাকে আমি স্পষ্ট দেখেছি! আর এখন এসে দেখি, কোথাও সে নাই! নাক গুঁজে লুকোবে, এমন একটা ইঁদুরের গর্ত্তও ত এখানে দেখি না!"

আর একজন কহিল, "পুকুরে ডুব দেয়নি ত?"

দারোগা কহিল, "তা হলে গেল, কোথায়? এমন স্থির জল, পুকুরে লুকোবার লোকও ত, সে নয়।"

পিকার্ড সব কথা শুনিতেছিল! জীবনের আশা সে ছাড়িয়াই দিয়াছিল।

সকলে পুকুরের ধারে আসিল। একজন কহিল, "বিদ্যুতের মত গতিতে লোকটা পলাল! সকলের চোখে এমন করে ধুলা দিলে? ছিঃ!"

দারোগা কহিল, "তাইত, যাদু জানে না কি? যাদু জানুক, আর যা-ই করুক, তাকে আমি খুঁজিয়া বাহির করিবই! নরকে গিয়াও যদি সে লুকায়, তবু নিস্তার নাই! এখন, ঘোড়াটাকে একটু জল খাওয়াইয়া লই!"

দারোগা ঘোড়াকে হাঁকাইয়া পুকুর-ধারে আনিল! যেখানে পিকার্ড বড় লতাগুলা টানিয়া আড়াল করিয়া লইয়াছিল, ঘোড়া ঠিক সেইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘাড়টা ঝুঁকিতেই ঘোড়া কি-এক ঘ্রাণ পাইল—পিছু হঠিয়া, একেবারে, মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল! ঘোড়ার তপ্ত নিশ্বাস পিকার্ডের গালে লাগিয়াছিল!

দারোগা ঘোড়ার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "এর আবার হল কি?"

কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই সেখানে যাইবে না!

ঘুরিয়া, দূরে গিয়া, সে জল পান করিল! দারোগা কহিল, "আমি এখন গ্রামের সীমানার দিকে যাই; পলাইবার ত, এখন সেই একমাত্র পথ। সেটা রোধ করি!"

তার পর, দারোগা ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়া গেল! চৌকিদারের দল তাহার অনুসরণ করিল। পিকার্ড, আবার, এখন, একাকী।

শীতে তার হাত-পা জমিয়া গিয়াছিল। তবু সে অনেকক্ষণ-অবধি জল ছাড়িয়া, তীরে উঠিল না। যখন সে উপরে আসিল, তার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া জল ঝরিতেছে! মাথায় ঘাসের রাশি লাগিয়াছে, আর পুকুরের সেওলা ও পানা! মুখখানা বিশ্রী হইয়া গিয়াছে! উপরে উঠিয়া, চারিধারে, বেশ করিয়া, একবার সে চাহিয়া লইল! শীতে তার দাঁতে-দাঁতে ঘসিয়া যাইতেছিল! অস্পষ্ট স্বরে সে কহিল, "আঃ! বাঁচিয়া গিয়াছি!"

আবার ভাবিল, "বাঁচিয়াছি, বটে! কিন্তু কতক্ষণের জন্য? সীমানায়, দারোগা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে! সারা দেশে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে! সকলে আমারি সন্ধানে ফিরিতেছে!

একটি শত্রুর বিরুদ্ধে, সমস্ত দেশের অভিযান! পাগলা কুকুরের মত, আমাকে, সকলে তাড়াইয়া ফিরিতেছে! মুহূর্ত্ত বিরাম নাই! এমন নিষ্ঠুর, পাষাণ, মানুষ! শুধু, মানুষ কেন? ভগবানও আজ আমার প্রতি বিরূপ! যথেষ্ট হইয়াছে—আর আমি সহ্য করিতে পারি না!”

ভাবিতে-ভাবিতে অঙ্গ হইতে পানা ও ঘাসগুলা সে ঝাড়িয়া ফেলিল।

সেই স্তব্ধ বিজনতায়, দুই হাতে মাথা ঢাকিয়া স্থির হইয়া সে বসিয়াছিল, ভয়ে মাঝে-মাঝে শিহরিয়াও উঠিতেছিল! তার চারিপাশে যেন কাহারা সব ঘুরিতেছে-ফিরিতেছে! এমন বাঁচিয়া লাভ কি!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সে কহিল, “তাই হোক, ভগবান!” তার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল!

উঠিয়া সে আবার গ্রামের পথে চলিল! সেই গ্রাম, যেখান হইতে কিছু পূর্ব্বে সে পলাইয়া আসিয়াছে!

এক ঘণ্টা পরে পিকার্ড আসিয়া, আবার সেই সরাইয়ের দ্বারে দাঁড়াইল। সেখানে একদল লোক

জটলা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই যে, খুনী পিকার্ড!" পিকার্ড কহিল,—অকম্পিত তার কণ্ঠস্বর, দৃঢ় ও স্থির—পিকার্ড কহিল,"হাঁ,আমি খুনী পিকার্ড—ধরা দিতে আসিয়াছি, চৌকিদারগুলাকে খপর দাও! আর ছুটিতে বা হাঁটিতে পারি না।"

পিকার্ড শান্তভাবে একখানা বেঞ্চের উপর বসিল। দুইজন চৌকিদার তখনি আসিয়া উপস্থিত হইল! পিকার্ড নিমেষে তাহাদিগকে চিনিল—বনের মধ্যে, ইহাদিগকে দেখিয়াই, সে গাছে চড়িয়াছিল।

আপনার দুই হাত সে বাড়াইয়া দিল। চৌকিদারেরা হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া, থানার দিকে তাহাকে লইয়া চলিল। পশ্চাতে উৎসাহী দর্শকের দল সারি গাঁথিয়া অনুসরণ করিল।

থানায়, হাজত-ঘরের লৌহ-কপাট যখন বাহির হইতে রুদ্ধ হইল, তখন অন্ধকার ঘরের ভিতর ভূমিশয্যায় পড়িয়া, পিকার্ড অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, "আঃ, এতক্ষণে আরাম পাইয়া বাঁচিলাম।"

চোরের কৈফিয়ৎ।

বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মলিনবেশা নারী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "হাঁ, হুজুর, এ কথা সত্য, আমি চোর!—কিন্তু এই যে চুরি করিয়াছি, সে কি শুধু আমার দোষ? তা নয়! উপায় ছিল না, এই ছেলে—অবোধ,—কতই বা বয়স? চার বৎসরে পড়িয়াছে! তার কান্নাটা যদি দেখিতেন! আহার নাই, নিদ্রা নাই, এমন বায়না, সে ধরিয়া বসিয়াছিল—মার প্রাণ, সহিল না, তাই চুরি করিয়াছি। সব কথাই, তবে, বলি, শুনুন।

কোন সংস্থান ছিল না! স্বামী মিস্ত্রীর কাজ করিত, একদিন খবর আসিল, ভারা হইতে পড়িয়া, মারা গিয়াছে! অর্থাৎ, আমি আর এই ছোট শিশু, আমার আদরের পিরি, অনাথ, অসহায় হইয়াছি। কবরের খরচ দিতে থালা-বাটি বেচিতে হইল, এমন অবস্থা। আপনার বলিতে কেহ ছিল না।

কবরের পরদিন স্বামীর মনিবের কাছে আসিয়া

দাঁড়াইলাম—সামান্য যাহা-কিছু পাওনা ছিল, তাহারি জন্য গিয়াছিলাম! কিন্তু মনিব বড়মানুষ। আমার মত ছোটলোকের কথা, কাণে তুলিবার, তাঁর অবকাশ ছিল না! ছেলেটিকে লইয়া তাঁর পায়ে ধরিলাম—তিনি বলিলেন,'আর একদিন আসিস্'। আমি কাঁদিয়া কহিলাম, "মুখে দিব, এমন কিছু নাই—এই ছোট ছেলে"। তিনি হাঁকাইয়া দিলেন, "যা পাবি না! আদালত আছে, নালিশ কর্‌গে যা!" হুজুর, আমরা ছোট লোক, গরীব—তবু আদালতের খরচ কত, তা মোটামুটি বুঝি! কোথায় নালিশ করিব, কটা পয়সার জন্যই বা! তা ছাড়া, রাগ করিবেন না, হুজুর, আমরা গরীব, গরীবের সব দোষ, সব ত্রুটি—সবই অপরাধ!

কাজের চেষ্টায় কত ঘুরিলাম! কেহ সে কথা কাণে তুলিল না—কেহ-বা তামাসা করিল! অবলা, অসহায়, আমি! সে দুঃখ সহ্য করা ভিন্ন উপায় ছিল না!

কিন্তু, কি করিয়া,অন্ন মিলিবে! নিজের জন্য ভাবি নাই—আমার বাছার জন্য কিছু চাই-ত! গরীবের ছেলে ক্ষুধার জ্বালা সহিতে শিখে নাই—এমনি

বিধাতার কঠিন বিধান! না খাইয়া মরিবে, মা হইয়া, কি করিয়াই, বা তাহা চোখে দেখিব?

আপনারা বড় লোক। আপনাদের ঘরেও ছোট ছেলে-মেয়ে আছে—কত রঙ-বেরঙের পোষাকে তাহাদিগকে সাজাইয়া সুখ পান, কত খাবার, কত খেলেনা কিনিয়া দেন। তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেন। আমরা গরীব, আমরাও আমাদিগের ছেলেমেয়েগুলিকে ভালবাসিতে জানি। আপনাদের চেয়ে, বোধ হয়, বেশী ভালবাসি। আমরা গরীব, তাহাদের মুখে, দুই বেলা, দুই মুঠা অন্ন দিয়া তৃপ্ত করিতে পারি না, তাই আরো বেশী ভালবাসি! ভালবাসায় যতখানি অভাব, তবু, ভুলাইয়া রাখিতে পারি!

সেই জন্যই পিরিকে কোলে লইয়া, শেষে, একদিন, ভিক্ষায় বাহির হইলাম! মনে এতটুকু দ্বিধা ছিল না! আহা, বাছা আমার, তার জন্য যে প্রাণ দিতে পারি, লজ্জা ঘুচাইয়া ভিক্ষা করিব, সে এমন বেশী কি কথা!

রাত্রির অন্ধকারে ভিক্ষায় বাহির হইলাম—এই প্রথম! তাই, রাত্রে বাহির হইলাম! পথের ধারে,

হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—কত লোক চলিতেছিল, মুখ ফুটিয়া কিছু চাহিতে পারিলাম না—স্বর বাধিয়া যাইতেছিল—কিন্তু এমন লজ্জা করিলেও ত চলিবে না! পিরি কাঁদিয়া উঠিল, "ক্ষিদে পেয়েছে, মা!" তখন, আমার মুখ ফুটিল। অনেকে শুধু আমার দিকে চাহিয়াই চলিয়া গেল! তাহাদের কত কাজ—আমার জন্য, দাঁড়াইয়া ত, সময় নষ্ট করিতে পারে না! কত বলিলাম, "ছোট ছেলে,—সারাদিন এতটুকু আহার জুটে নাই!" কিন্তু কে শুনিবে? একটা কুলি সারাদিন খাটিয়া গৃহে ফিরিতেছিল—হাতে দুইখানি রুটি—সে বুঝি আমার কথা শুনিয়া ফেলিয়াছিল, নহিলে, তাহার নিকট ত, আমি কিছু চাহি নাই! সে তার একখানি রুটি অযাচিতভাবে আমার হাতে দিল। কহিল, "সারাদিন খাস্‌নি, এই নে, রুটি!"

আমার চোখে জল আসিল! আমি লইব না—সে-ও ছাড়িবে না। কি করি? ক্ষুধার জ্বালায় পিরি কাঁদিতেছিল—হাত পাতিয়া রুটি লইলাম! মনে হইল, কে যেন হাতের উপর আগুন ঢালিয়া দিল!

এমন করিয়াই দিন যায়! ক্রমে বিকালে ভিক্ষায় বাহির হইতাম! অসহ্য শোকও মানুষের সহিয়া যায়—আমার এই ভিক্ষা করা কি আর সহিবে না? বেঁচিয়া অন্ন মিলিবে, এমন জিনিস ঘরে ছিল না! প্রয়োজন মিটিলেই বাড়ী ফিরিতাম। আকাঙ্ক্ষার মাত্রা বাড়ে নাই! কোনদিন, অবশ্য, করুণার অপব্যবহার করি নাই!

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাজারের ধারে দাঁড়াইয়াছিলাম! বড়দিনের সন্ধ্যা। চারিধারে ছেলে-মেয়েরা কত রঙের পোষাকে সাজিয়া, কত খেলেনা হাতে হাসিমুখে চলিয়াছে—আর আমার বাছা এক টুক্‌রা রুটির জন্য কাতর! হা রে, বাছা আমার, এত মা থাকিতে, আমার গর্ভে কেন, আসিয়াছিলি? ছিন্ন মলিন বেশে, মুখ শুখাইয়া ত, তাহা হইলে, এমন করিয়া ফিরিতিস্ না! সবই অদৃষ্ট!

হঠাৎ পিরি বায়না ধরিল, "আমি পুতুল নেব।" সম্মুখ দিয়া ছেলেরা যাইতেছিল, তাহাদেরি হাতে, পিরি, পুতুল দেখিয়াছে! এখন, পুতুল পাই কোথা? ভিক্ষা করিয়া, পাঁচ-ছয়টি পয়সা মিলিয়াছে—তাহাতে মুখে অন্ন দিবি, না, পুতুল কিনিয়া নষ্ট করিবি!

কত ভুলাইতে লাগিলাম—"ও জুজু, পুতুল নয়!" কিন্তু সে শুনিবে, কেন? একটা পুতুল, তুচ্ছ পুতুল— তা-ও কি সে পাইবে না?

বাজারের মধ্যে আলোর লহর—সজ্জিত দোকান—কত খেলেনা! আপনারা ভাবিতেছেন, গরীবের ছেলের আবার পুতুলের বায়না, কেন? জানি—এ অন্যায় বায়না, কিন্তু সে যে, বুঝিতে চাহে না! আপনারা বলিবেন, না হয় বায়না ধরিল—কিন্তু যাহা বায়না ধরিবে, তাহাই দিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? আপনাদের এতটুকু অভাব কখনো অপূর্ণ থাকে না, সহস্র সখে কত পয়সা ব্যয় করিতেছেন, আপনারা, হুজুর, এ দুঃখ বুঝিবেন না! ছেলেই বা তাহা শুনিবে, কেন? সে জানে, এক টুক্‌রা রুটির ন্যায়, একটা পুতুলেরো সমান প্রয়োজন! তাহাতেই তার আনন্দ, ও সুখ। তাহা না পাইলে, সে কাঁদিয়া মরিয়া যাইবে!

সেই পাঁচ-ছয়টী পয়সা লইয়াই, বাজারে আসিলাম। চোখ ঝলসিয়া গেল! পিরির আহ্লাদ দেখে, কে? আমার কোলে থাকিয়াই সে নাচিয়া উঠিতেছিল! একেবারে হাত বাড়াইয়া, দোকান

হইতে, সে পুতুল তুলিয়া লইল। দোকানী ধমকাইয়া উঠিল, "এরে মাগী, ছেলে সাম্‌লা!"

আমি বলিলাম, "আমি এটি কিনিব, বাছা!"

চারিধারে হাসির ধূম পড়িয়া গেল। আমি কহিলাম, "এই যে পয়সা দিচ্ছি!"

দোকানীর হাতে ছয়টি পয়সা দিলাম। সে রাগিয়া বলিল, "আর তামাসার জায়গা পাস্‌নি, না? দে, পুতুল দে।"

আমি কহিলাম, "কত দাম, বাছা?"

সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "চার আনা রে, মাগী—চার আনা!"

আমি পিরির হাত হইতে পুতুল লইতে গেলাম। সে দুই হাত দিয়া পুতুল আঁকড়িয়া ধরিল—কিছুতে ছাড়িবে না—কত বুঝাইলাম, "ছিঃ, বাবা, দাও, ও খারাপ। ভালো পুতুল আমি কিনে দেব।"

কিন্তু সে নাছোড়বন্দা, কাঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। আমি দোকানীকে কহিলাম, "দোহাই তোমার—এটি দাও, বাছা,—এমন দিনে, না হয়, গরীবকে ভিক্ষা দিলে, মনে কর!" সে আবার

হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "হুঁা, আমি এখানে দাতব্য করতে এসেছি, কিনা!"

তখন আমি ভাবিলাম, উপায় কি? চার আনা! সে-ত কোনদিন চক্ষে দেখিবারো আঁশা নাই! আর পিরি—সে-ও কিছুতে ছাড়িবে না—জীবনে এমন আবদার, সে কোনদিন ধরে নাই! তুচ্ছ একটা পুতুল—তাহা দিবারো আমার সামর্থ্য নাই, এমন দুর্ভাগিনী মা, আমি!

আবার বলিলাম, "পিরি, লক্ষ্মী বাবা, পুতুল রেখে দাও!"

"মা" বলিয়া ফুঁপিয়া সে আমার বুকে মুখ ঢাকিল। দুই হাতে, পুতুলটাকে সে চাপিয়া ধরিয়াছিল!

তার সে ব্যাকুল কণ্ঠে, 'মা' শুনিয়া আমার মার প্রাণ ফাটিয়া গেল! আপনারা যদি সে স্বর শুনিতেন। আমার মনে হইল, তখনি সেখানে পড়িয়া মরি! আহা, বাছা আমার, যাদু আমার, সোনা আমার,—কি মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বরে, আজ, ডাকিলি রে!

আমার মাথা ঘুরিতেছিল, কোন জ্ঞান ছিল না—পিরিকে কোলে করিয়াই আমি ছুটিলাম।

কিন্তু কতদূর যাইব ? তখনি 'চোর-চোর,' শব্দ উঠিল ! চারিধার হইতে সকলে আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল ! তার পর, উঃ, কি ভীষণ, নির্দ্দয়ভাবে সকলে মিলিয়া, আমাকে প্রহার করিল ! আমার পিরিকেও তারা ছাড়িল না, পাষাণ, সব ! এই দেখুন, তার মুখ ফুলিয়া রহিয়াছে, বুক কাটিয়া গিয়াছে ! আর এই দেখুন, আমার পিঠ জুতার পেরেকে কতখানি কাটিয়া গিয়াছে !

হাঁ, হুজুর, হাঁ জজ সাহেব, আমি চোর ! সব কথা খুলিয়া বলিলাম—এখন যে শাস্তি দিতে হয়, দিন ! জেলে দিন, ফাঁসি দিন—আমার কোন আপত্তি নাই ! কিন্তু একটি মিনতি,—আমার বাছার হাত হইতে পুতুলটা কাড়িয়া নিতে দিবেন না—ইহারি জন্য আমরা এত কষ্ট সহিয়াছি ! দোহাই আপনার, শুধু এই নিনতিটুকু রাখুন, ভগবান আপনার ভালো করিবেন !"

সিন্ধুবক্ষে।

১

সমুদ্রের তীরে বিস্তর লোক জমিয়াছিল। নাবিকের দল।

একজন কহিল, "ব্যাপার কি? আঁদ্রিয়ার হোল কি?"

"তাই ত, বাতি-ঘরে আলো জ্বলেনি, আজ!"

"অসুখ করেনি ত, তার?"

"আর, যদি মারা গিয়া থাকে!"

"একেলা থাকে, বেচারা, না বন্ধু, না আত্মীয়,— একবার আমাদের গিয়ে দেখাটা দরকার!"

তরঙ্গ ও বায়ুর গর্জ্জনে তাদের স্বর শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছিল!

শীতের রাত্রি। অন্ধকার! চোখে কিছু দেখা যায় না! আকাশে-বাতাসে, কে যেন কালো কালি

মাথাইয়া দিয়াছে। আকাশের তারার মত, ইসলোটার উচ্চ বাতি-ঘর হইতে, আলোর রেখা ফুটিয়া উঠে, তাহাতে সমুদ্রের তীর বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। আজ এত রাত্রি হইয়াছে, কিন্তু আলোর বিন্দুও দেখা যাইতেছে না!

এই উচ্চ আলোক-রেখায়, দিশাহারা নাবিকের দল যে, শুধু দিক ঠিক্ করিয়া লয়, তাহা নহে; আশে-পাশে, সমুদ্রের তলে লুকানো পাহাড়ের উন্মুখ চূড়ার সংঘর্ষ হইতেও তারা রক্ষা পায়! তাই, আজ, বাতি-ঘরের রক্ষক, নিঃসঙ্গ, সিন্ধুবক্ষবাসী আঁদ্রিয়ার সংবাদ লইবার জন্য, সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল! কিন্তু এই ভীষণ রাত্রে,সন্ধান লইতে যাওয়াও ত,সহজ ব্যাপার নহে!

পরদিন প্রত্যূষে সমুদ্রের জল একটু শান্ত ছিল—আকাশেও তেমন মেঘ বা কুয়াশা ছিল না—দুই জন নাবিক ইসলোটার পাহাড় লক্ষ্য করিয়া, ছোট ডিঙ্গি ছাড়িয়া দিল। সেই তরঙ্গের রাশি ঠেলিয়া যাওয়া কঠিন ব্যাপার! তবু সে দিকে কেহ ভ্রূক্ষেপও করে নাই! নিঃসঙ্গ আঁদ্রিয়ার জন্য সকলেরই প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। বেচারা, একাকী!

সিন্ধুবক্ষে, কঠিন রোগে, হয় ত, সে একটু আশ্বাসের জন্য, সেবার জন্য,কাতর প্রতীক্ষা করিতেছে ! হয় ত, বা মৃত্যুর সহিত তার বিপুল সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে !

পারে ডিঙ্গি লাগিবামাত্র একজন নাবিক চীৎকার করিয়া উঠিল, "আঁদ্রিয়া !"

ভিতর হইতে পরুষ কণ্ঠে উত্তর আসিল, "কে, তুমি ? কি চাও, এখানে ?"

নাবিক কহিল, "তোমার খপরের জন্য এসেছি, আমরা । আছ, কেমন ?"

আঁদ্রিয়া কহিল, "আমার খপর চাও ? কেন ? তোমাদের কি আর কোঁন কাজ ছিল না, না মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? আমি কেমন আছি, জানবার জন্য, এই ঝড়ে, ডিঙ্গি ছেড়েছ !"

"রাগ করোনা, আঁদ্রিয়া, কাল রাত্রে বাতি-ঘরে আলো জ্বলেনি, তাই, সারা রোকামারিণায় সকলে ভেবে সারা, বুঝি তোমার কোন বিপদ হল বা !"

দীর্ঘ কালো দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে, আঁদ্রিয়া বাহিরে আসিল ! তার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল । কি করিয়া লোকগুলাকে

তাড়াইবে, তাহাই সে ভাবিতেছিল! সে কহিল, "হাঁ, কাল আমি আলো জ্বালিনি! সত্যই, কি জ্বালিনি? জ্বেলেছিলাম বৈকি!"

নাবিক কহিল, "না, আমরা সকলে দেখেছি, কাল আলো জ্বলেনি!"

আঁদ্রিয়া কহিল, "বেশ, না-ই যদি জ্বেলে থাকি— একদিন কি মানুষের ভুল হয় না? বারো মাস, ত্রিশ দিন ত, ভুল কচ্ছি না!" আঁদ্রিয়ার স্বর রীতিমত রূঢ়, তীব্র! সে কহিল, "যদি আমার অসুখই করে থাকে, তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনই যে লোকের শরীর ভালো থাকবে, এমন কি কথা আছে? যাই হোক, এখন তোমরা যেতে পার—আমাকে সশরীরে দেখলে ত! যাও, এখন!"

নাবিকেরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল! এতটা আগ্রহে, আঁদ্রিয়ার কুশল জানিতে আসিয়া, এমন অভদ্র অভ্যর্থনা পাইবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই! একাকী থাকিয়া, আঁদ্রিয়া, যেন, কেমন হইয়া গিয়াছে!

নাবিকেরা চলিয়া গেল। আঁদ্রিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। ছোট ডিঙ্গি দৃষ্টির বাহিরে

গেলে, আঁদ্রিয়া মৃদু হাসিয়া ভাবিল, “আমার কাজের ভুল হয়ে গেছে, তাই আমাকে দেখতে এসেছে, সব! যাক্—আপদগুলো গেছে!”

তার পর, ধীরে ধীরে সে আপনার ঘরের দ্বার খুলিয়া ভিতরে আসিল।

২

আঁদ্রিয়ার জীবনে নূতন এমন-কিছু ছিল না! তার মুখে, কেহ কোনদিন হাসি দেখে নাই, এইটুকুই তার জীবনের বৈচিত্র্য! শৈশবে মাতৃহারা, আঁদ্রিয়া একদিনের জন্যও কাহার স্নেহ-স্পর্শ লাভ করে নাই। অর্থলোভী পিতার অর্থোপার্জ্জনের প্রবল স্পৃহায় পিতার স্নেহ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিবার সে কোনদিন অবকাশ পায় নাই। পিতার লোহার কারবার ছিল, অর্থ ছিল, কিন্তু হৃদয়ে স্নেহ ছিল না। একাকী নিঃসঙ্গ আঁদ্রিয়া সমুদ্রতীরে বনে-জঙ্গলেই জীবন কাটাইয়া দিয়াছে। কাহারো সহিত মিশিবার তার প্রবৃত্তি ছিল না। তার পর, পিতার আদেশে, লেখাপড়া শিখিবার জন্য, একদিন সে সহরে চলিয়া গেল। পাঠ্য-পুস্তকে তার এতটুকু মন বসিত না! স্কুল পলাইয়া, পথে-

ঘাটে বেড়াইয়া, সে সময় কাটাইত। শিক্ষকের শাসন এবং স্নেহের অভাব তার হৃদয়টাকে সম্পূর্ণ এক স্বাধীনভাবে গড়িয়া তুলিতেছিল!

তার পর, সহসা একদিন গৃহ হইতে তার আহ্বান আসিল। বাড়ী ফিরিয়া, সে দেখে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে এবং সে তাঁর অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। দুই একজন প্রতিবেশী, অর্থের আকর্ষণে, তার বন্ধুত্বলাভে উপযাচক হইল, কিন্তু আঁদ্রিয়ার নিঃসম্পর্ক, হৃদয়হীন আলাপে দুই দিন পরেই তারা সরিয়া পড়িল।

একদিন আদালতের পিয়াদা আসিয়া সম্পত্তিতে ক্রোক দিল এবং পিতার ঋণের দায়ে, তার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া গেল—থাকিবার মধ্যে রহিল, শুধু ছোট একখানি আঙুরের ক্ষেত!

চক্ষের নিমেষে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল! দুই-চারিজন প্রতিবেশী,—যাহারা আঁদ্রিয়ার সম্পত্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যায় জ্বলিতেছিল—যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, হাসিয়া কহিল, "বরাবর জানি, ও সব ভূয়ো ব্যাপার, কেবল জুয়াচুরি!" কাহারো মুখে একটা সহানুভূতির কথা ছিল না! ব্যঙ্গ করিয়া,

পুরাতন বন্ধুত্ব-প্রয়াসী, সমবেদনা জানাইতে আসিয়া, আঁদ্রিয়ার প্রহার লাভ করিয়া, কোনমতে প্রাণ লইয়া, গৃহে ফিরিল।

আঁদ্রিয়া ভাবিল, এই ত সব লোকজন—কেবল টাকাটাই চিনিয়া রাখিয়াছে—ইহাদের মধ্যে বাস, আর, বনে বাস, উভয়ে প্রভেদ কি? ইহারি নাম সংসার!

কোনদিন সে জগতে স্নেহ বা প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে নাই! সমস্ত পৃথিবী, তাহার নিকট, লৌহের মত কঠিন মনে হইত। নিজের মনটিকেও সে তেমনি কঠিন গড়িয়া ফেলিল! বিশেষ কষ্টও পাইতে হইল না—তার আবাল্য সংস্কারই তাহাকে স্বতন্ত্র ধরণের করিয়া গড়িয়া রাখিয়াছিল! মানুষের মধ্যে বাস করিয়া, কোন দিন সে সুখের মুখ দেখে নাই—সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া, বনে পাখীর গান শুনিয়া, ইতর পশুর মুখে আহার দিয়া, সে যে সুখ পাইয়াছে, তাহার তুলনায় কি অন্য সুখ আছে! নিত্য-কলহ-কোলাহলে মুখরিত পল্লীর ঘরগুলা যেন অসহ্য বিকটতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বোধ হইত!

আঁদ্রিয়া নিতান্ত নিঃসঙ্গ, একাকী! তার জন্য

ভাবিবার কেহ নাই,—সে-ও কাহারো জন্য ভাবে না! পিতার কথা সে কিছু জানে না—গৃহে মাতার একখানি অস্পষ্ট চিত্র ছিল। সেই অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া তার অন্তরখানা আকুল হইয়া উঠিত। চিত্রখানি বুকে চাপিয়া সে কেমন যেন আরাম পাইত! কি সুন্দর, সে মুখখানি! এই যে, চারিধারে অসংখ্য নরনারী—এমন সুন্দর ত কেহ নহে! শান্ত দৃষ্টি, স্নেহ করুণার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভরিয়া রহিয়াছে—নির্জ্জন কক্ষে, চিত্রের সম্মুখে, ভূমিতে লুটাইয়া সে কাঁদিত! কোন্ এক অজানিত দেশে, কাহার এতটুকু স্নেহস্পর্শের জন্য, তার ক্ষুধিত চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত! কিন্তু কোথায়, সে দেশ? কেমন, সে স্নেহ?

একদা প্রভাতে প্রতিবেশীরা দেখিল, আঁদ্রিয়ার গৃহ তালাবদ্ধ। এক দিন গেল, দুই দিন গেল, এক মাস গেল, আঁদ্রিয়া ফিরিল না। ক্রমে তার আঙুরের ক্ষেত জঙ্গলে ভরিয়া গেল, কিন্তু কোথায়, আঁদ্রিয়া? পাড়ার লোক ভাবিল, আঁদ্রিয়া জলে ডুবিয়াছে, নয়, কোথায়, কোন্ দস্যুর দলে মিশিয়াছে! পুরুষানুক্রমিক অর্থের লোভ ত্যাগ করা তার পক্ষে সহজ নয় ত!

ঘুরিতে ঘুরিতে আঁদ্রিয়া রোকামারিণাতে আসিল! চারিধারে অসংখ্য ছোট-বড় পাহাড়, আর ভীষণ সমুদ্রের কি উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ! . . .

পাহাড়ের উপর বসিয়া সে সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিতেছিল। ভোরে আসিয়া, সে পাহাড়ে বসিয়াছিল। ক্রমে মাথার উপর সূর্য্য উঠিল। সূর্য্যের তেজ বাড়িল, তবু তার সেদিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখীর দল উড়িতেছিল! সূর্য্যের কিরণে পাখীগুলার সাদা পালক ঝিক্-ঝিক্ করিতেছিল—এক দৃষ্টে আঁদ্রিয়া তাহাই দেখিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, মানুষ না হইয়া যদি সে পাখী হইত ত, পৃথিবীর বাহিরটা দেখিবার পক্ষে অবকাশ মিলিত! মানুষের সঙ্গ তার বিষের মত বোধ হইত, পৃথিবীর উপর ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল!

পরদিন সে শুনিল, ইসলোটার বাতি-ঘর-রক্ষকের মৃত্যু হইয়াছে, সেখানে নূতন লোক চাই! সমুদ্র বেষ্টিত বাতি-ঘরের নির্জ্জন কক্ষে বারোমাস বসিয়া থাকিবে, এমন লোক সহজে মিলে না—সে ভাবিল, 'বেশ হইয়াছে—মানুষের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার

দিব্য সুযোগ মিলিয়াছে!' আঁদ্রিয়া বাতি-ঘরে চাকুরি লইল! একেলা সারাদিন সে উপরে বসিয়া থাকে, সন্ধ্যায় আলো জ্বালিবার হাঙ্গামা আছে—সেটুকু আর, এমন কি কঠিন!

তার পর, প্রায় ষোল বৎসর, সে এই বাতি ঘরে কাটাইতে চলিয়াছে! সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে, পাঁচ-ছয় মাস কাজ করিয়া, দুই তিন সপ্তাহ ছুটি লইবার যে নিয়ম আছে, সেদিকে আঁদ্রিয়ার দৃষ্টিই ছিল না। এই ষোল বৎসর, সুস্থ দেহে, সে ঐ বাতি-ঘরের নির্জ্জন কক্ষে কাটাইয়াছে, কোনদিন ছুটি লয় নাই! ক্বচিৎ এক বেলার নিমিত্ত সে সহরে পুস্তকের বোঝা কিনিবার জন্য আসিত। এই ষোল বৎসরে আলো জ্বালিতে কোনদিন সে ত্রুটি করে নাই! গ্রীষ্মের তপ্ত মধ্যাহ্ন, বর্ষার ভীষণ সন্ধ্যা, শীতের কঠোর রাত্রি—নানা দুর্য্যোগেও, আঁদ্রিয়া অবিচলিত হৃদয়ে, অকম্পিত চিত্তে, তার কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে! রাজ-সরকারে এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী আর দ্বিতীয়টি নাই! কিন্তু তার বিচিত্র চরিত্রের অপূর্ব্ব কাহিনীর কথা বড়-কেহ জানিত না! তাই, সে রাত্রে আলো না

দেখিয়া, সকলে আঁদ্রিয়ার সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।

৩

এক সপ্তাহ ধরিয়া ঝড় বহিতেছিল! শীতের রাত্রি! ভীষণ ঝড়! আঁদ্রিয়া বাতি-ঘরের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া, জলোচ্ছ্বাস, প্রকৃতির এই উদ্দাম নৃত্য দেখিতেছিল! সে ভাবিতেছিল, আর কতদিন এই পৃথিবীতে সে বাস করিবে! চারিধার নিতান্ত পুরানো হইয়া আসিয়াছে! আর কতদিন, ভগবান, আর কতদিন এই অভিশাপ-যন্ত্রণা, তাহাকে ভোগ করিতে হইবে! এমন সময়, সেই ভীষণ রাত্রে তার মনে হইল, নিকটে কার ক্ষীণ কণ্ঠ শুনা গেল—যেন, কার ক্রন্দনের স্বর!

তাড়াতাড়ি সে নামিয়া আসিল! কিছু দেখা যায় না! মাঝে-মাঝে আকাশ গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল, বিদ্যুতের রোষদীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে আসমুদ্র স্ফুরিত করিয়া তুলিতেছিল! তাহারি আলোকে, আঁদ্রিয়া দেখিল—এক শিশুমূর্ত্তি, জলের ধারে, পাহাড়ের নিম্ন-শৃঙ্গে লুণ্ঠিত রহিয়াছে! আঁদ্রিয়া ভাবিল, বুঝি স্বপ্ন,

মোহ! সে চীৎকার করিল, "কে?" কেহ উত্তর দিল না।

লণ্ঠন লইয়া আঁদ্রিয়া চারিধার দেখিতে লাগিল! আবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল! আঁদ্রিয়া তখন শিশুকে দেখিয়া বক্ষে তুলিয়া লইল! কি শীতল দেহ —বুঝি প্রাণটুকু বাহির হইয়া গিয়াছে, রে!

তার পর সে ভাবিল, শিশু কি করিয়া এখানে আসিল? কে তাহাকে আনিয়া দিল? কোথায় তার মা—কোথায় বাপ! এই ঝড়ে ডুবিয়া যায় নাই ত! কিন্তু অন্ধকারে তাহাদের সন্ধান করা, বিড়ম্বনা মাত্র! শিশুটিকে বুকে চাপিয়া সে ঘরে আসিল! উজ্জ্বল দীপ্ত আলোর সম্মুখে রাখিয়া শিশুর সিক্ত দেহ সে মুছাইয়া দিল—তার পর আপনার কম্বলখানির উপর শোয়াইয়া, তার হাত পা সেঁকিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে শিশু চোখ মেলিল, মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

আঁদ্রিয়া তার মাথা চাপড়াইয়া কহিল, "এই যে, বাবা!" শিশু চক্ষু মুদিল! আঁদ্রিয়ার মনে হইতেছিল, ছেলেবেলার মত, একবার সে আজ ছুটিয়া চারিধার ঘুরিয়া আসে! এ আনন্দ যে, ধরিয়া রাখা যায় না!

শিশুর মুখে সে জল দিল—শিশু মাথা নাড়িল। তার পর আঁদ্রিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল—তার চোখে জল আসিতেছিল! একদিন মার ছবির সম্মুখে বসিয়া, সে যেমন কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল, তেমন করিয়াই, আজ আবার প্রাণ ভরিয়া সে কাঁদিল! শিশু ঘুমাইতেছিল—আঁদ্রিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া, তার মুখের দিকে চাহিয়া, সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইল!

বাহিরে তখনো মাঝে-মাঝে মেঘ-গর্জ্জন হইতেছিল—আর পাহাড়ের গায় ভীম রোলে তরঙ্গ আছড়াইয়া পড়িতেছিল! দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি আজ তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়াছে। আঁদ্রিয়ার মনে হইতেছিল, এ শব্দগুলা যেন প্রকৃতিরই আনন্দ-কোলাহল!

ভোর হইল! শিশু চোখ চাহিল! আঁদ্রিয়া তার ছোট মুখখানি অজস্র চুমায় ভরিয়া দিল! আহার দিয়া, কোলে তুলিয়া তাহাকে কত কথা বলিল, কত আদর করিল। অনাথ শিশু, ছোট হাত দুটি দিয়া, চির-নির্ভর-স্বরূপ আঁদ্রিয়ার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল! যে স্নেহ হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, চেতনা

পাইয়া, নূতন স্নেহের বন্ধনে, শিশু সে বিচ্ছেদের কথা জানিতেও পারিল না।

আঁদ্রিয়ার মনে কিন্তু একটা শঙ্কা জাগিয়া উঠিল, যদি কেহ আসিয়া শিশুকে দাবী করিয়া বসে!—না, না, সে কখনো ছাড়িবে না—কিছুতে ছাড়িবে না! ভগবান তার নিঃসঙ্গ পুরাতন জীবনে নূতন রস ঢালিয়া দিয়াছেন—বিধাতার এ দানে তার ন্যায্য অধিকার,—সে অধিকার প্রাণপণ-বলে, সে রক্ষা করিবে! রক্ষা করিতে গিয়া তার প্রতি অস্থি-পঞ্জর যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তবু সে ছাড়িবে না!

আঁদ্রিয়া জীবনে আজ এ কি নূতন আনন্দের স্বাদ পাইল—কি অমর-সুধা-পানে সে আজ বিভোর হইয়া উঠিল!

সারাদিন শিশুর সহিত সে কত সুখ-দুঃখের গল্প করে—আজীবন-সঞ্চিত সহস্র অকথিত ভাব নিমেষে আজ মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে! শুষ্ক স্নেহের নির্ঝর উথলিয়া পড়িয়াছে! জমাট তুষার, স্নেহের তাপস্পর্শে গলিয়া, যেন, সমস্ত ভাসাইয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে!

প্রতি রবিবার, সকালে, নাবিকের দল আঁদ্রিয়ার

আহার লইয়া আসিত—এক সপ্তাহের যোগ্য আহার! সেই সময় আঁদ্রিয়া অস্থির হইয়া পড়িত—যদি নাবিকেরা জানিয়া ফেলে! শিশুটিকে ঘুম পাড়াইয়া, ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া, বাহিরে, সে নাবিকদিগের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। তারা আহার দিয়া চলিয়া যাইত, আঁদ্রিয়া দাঁড়াইয়া দেখিত—তাদের নৌকা দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইলে, ধীরে ধীরে সে ঘরে আসিত! তারা শুধু আঁদ্রিয়ার জন্যই আহার লইয়া আসিত—একজনের মত আহার! আঁদ্রিয়া শিশুটিকে আহার দিত—নিজে অল্প আহার করিত—নহিলে সঙ্কুলান হইবে না যে! তবু সাহস করিয়া, আহার্য্যের মাত্রা বাড়াইবার কথা, কোন দিন সে বলিতে পারিল না। কি জানি, যদি কেহ সন্দেহ করে!

* * * *

সেদিন আলো জ্বালিতে তার ভুল হইয়া গিয়াছিল! কাজকর্ম্মে তার আর তেমন মন ছিল না! এই শিশু—আঁদ্রিয়া তার নাম জানিয়াছিল, কার্লেটো—কার্লেটো একদণ্ড তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না! জলে এত ঢেউ, কেন? এখানে আর

মানুষ নাই, কেন? গাড়ী নাই, ঘোড়া নাই, গাছ নাই, খেলেনা নাই, কেন? এই সকল প্রশ্নে, কার্লেটো আঁদ্রিয়াকে বিব্রত করিয়া তুলিত!

আলো না দেখিয়া সেদিন লোকগুলা তার সন্ধানে আসিবার পর হইতে, আলো জ্বালার কাজে, যাহাতে আর কোন ত্রুটি না হয়, সেদিকে আঁদ্রিয়ার সুদৃঢ় লক্ষ্য পড়িল! কে জানে, আবার যদি কোন দিন ভুল হইয়া যায়, এবং তারা সন্ধানে আসিয়া, কার্লেটোকে দেখিয়া ফেলে!

কার্লেটো যখন তার গলা ধরিয়া, মুখে চুমা দিয়া, আদর করিয়া ডাকিত, "বাবা, ও বাবা," তখন আঁদ্রিয়া তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিত! কি দিয়া যে কার্লেটোকে সন্তুষ্ট করিবে, তাহা সে ভাবিয়াই পাইত না! কার্লেটোকে পাইয়া বেচারা আপনার আহার-নিদ্রা সমস্ত ভুলিয়া বসিয়াছিল।

৪

সে রবিবার নাবিকেরা, তীরে পৌঁছিবামাত্র, সবিস্ময়ে বাতি-ঘরের জানালায়, একটি সুন্দর

শিশুর মুখ দেখিল। একজন কহিল, "একটি ছেলে, না?"

আর একজন কহিল, "তাইত, কে, এ ছেলেটি?"

"এস, আঁদ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করি!"

শুনিয়া, আঁদ্রিয়ার বিষম ভাবনা হইল! সে কহিল, "কে আবার? কেউ নাই ত!"

নাবিক কহিল, "বল, কি, আঁদ্রিয়া? আমরা স্বচক্ষে দেখলাম যে!"

আঁদ্রিয়ার মুখ বিবর্ণ হইল—জিহ্বা শুকাইয়া গেল—বুকটা ধ্বড়াস করিয়া উঠিল! তার সর্ব্বশরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল! তবে ত আর নিস্তার নাই! তার কার্লেটোকে ইহারা দেখিয়া ফেলিয়াছে! ভয়ে ভয়ে, সব কথা সে খুলিয়া বলিল!

নাবিকেরা তাহাকে তিরস্কার করিল, কহিল, "তুমি বেশ মজার লোক ত! মা-বাপের কাছ থেকে, ছেলেকে কেড়ে রেখেছ!" আঁদ্রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "আমি ত, তা জানিনা!"

তখন তারা গল্প করিল, কেমন করিয়া ঝড়ের পর, এক বিদেশিনী নারীর মুমূর্ষু দেহ, তারা সমুদ্রের তীরে দেখিতে পায়! সেবা-যত্নে, নারী

রক্ষা পাইয়াছে! তবে তার স্বামিপুত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই! আহা, পাঁচ বৎসরের সুন্দর শিশুপুত্রটি! কাঁদিয়া-কাটিয়া মার দিন যাইতেছে! লোকের দয়ার উপর সে নির্ভর করিয়া আছে! এ শিশু, নিশ্চয়, তাহারি পুত্র! আঁদ্রিয়া এ কথা এতদিন, কেন বলে নাই? দুর্ভাগিনী মায়ের কষ্ট দেখিলে, পাষাণ গলিয়া যায়—আর আঁদ্রিয়া তার ছেলেকে স্বচ্ছন্দে লুকাইয়া রাখিয়াছে! ছেলে ত আর আকাশ হইতে পড়িতে পারে না! তার যে মা-বাপ থাকিতে পারে, এ কথাটা আঁদ্রিয়া একদিনও ভাবিল না? আশ্চর্য্য!

আঁদ্রিয়া নতমস্তকে বসিয়া সব কথা শুনিল! এক-একটি কথা, ছুরির মত, তার অঙ্গে বিঁধিতেছিল! তার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল! সে উঠিয়া দাঁড়াইল—কম্পিত রুদ্ধস্বরে কহিল,—"দাঁড়াও, আমি এখনি তাকে এনে দিচ্ছি! তার যে মা আছে, তা জান্‌তাম না! আমি ওকে আর এখানে ধরে রাখব না! তাকে নিয়ে যাও, মার কোলে তুলে দিও। আর যদি এটি তার ছেলে না হয়, তবে আবার আমাকে ফিরিয়ে দিও। ফিরিয়ে দিবে ত?"

নাবিক কহিল, "আচ্ছা!"

ধীরে ধীরে আঁদ্রিয়া চূড়ার উপর উঠিল! ঘরে আসিয়া ডাকিল, "কার্ল!"

কার্লেটো ছুটিয়া আসিয়া তার কোলে চড়িল—কহিল, "বাবা!"

আঁদ্রিয়া কহিল, "না, ধন, আমি বাবা নই—কেউ নই—চোরের মত তোমাকে ধরে রেখেছিলুম—মার কাছে যাবে চল!"

কার্লেটো কহিল, "না, আমি যাব না!"

"অবোধ ছেলে, এ কি কথা? ও কথা বলোনা!"

কার্লেটোকে বুকে চাপিয়া আঁদ্রিয়া নামিয়া আসিল। চোখে-মুখে অজস্র চুমা দিয়া নৌকাতে তাহাকে বসাইয়া, নিজে সে তীরে নামিল—নাবিকেরা নৌকা ছাড়িয়া দিল! কার্লেটো চীৎকার করিয়া উঠিল, "তুমি এস, বাবা।"

"না, ধন, আমাকে যেতে নেই!"

কার্লেটো নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল! নাবিকেরা ধরিয়া ফেলিল! তখন সে ফুঁসিতে লাগিল, "আমি যাব না ওগো, যাব না—বাবা আমাকে নিয়ে যাও!"

সে স্বর ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল! ক্রমে, আঁদ্রিয়ার চোখের জলে চারিধার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল! তখন সে ঘরে ঢুকিল।

আজ তার আর কোন কাজ ছিল না! তার সেই গ্রন্থের রাশি,—যাহা এতদিন, অযত্নে, অনাদরে, সে ফেলিয়া রাখিয়াছিল—আজ আবার সেগুলি লইয়া সে পড়িতে বসিল! চোখের জলে অক্ষর ভালো দেখা যায় না। আর এত মুছিলেও ত, চোখের জল ফুরাইতে চাহে না! বইগুলাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া, সে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। তারপর কার্লেটোর বিছানায় মুখ ঢাকিয়া, ফুঁপিয়া-ফুঁপিয়া, বালকের মত, সে কাঁদিতে লাগিল।

ভোর হইলে সে উপরে চূড়ায় গিয়া বসিল—যদি কার্লেটো ফিরিয়া আসে—যদি সে দূর হইতে একবার ডাকে, "বাবা!" কিন্তু হায়, সব বৃথা! অধীর চিত্তে, আঁদ্রিয়া উচ্চ স্বরে ডাকিল, "কার্ল!" কেহ উত্তর দিল না! চারিধারে, সমুদ্রের জল শুধু কল্ কল্ করিয়া বহিয়া গেল—আর, বায়ু সোঁ সোঁ শব্দে, কাণের কাছে উপহাস করিয়া ঘুরিয়া ফিরিল! কোথায়, কার্ল?

মুক্তি।

১

তার নাম ছিল জো। জোর মা ছিল না। কেমন-একটা খাপছাড়া প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া, পাড়ার লোক তার নাম রাখিয়াছিল, "জরদ্গব!" পাঁচ বৎসর বয়সের সময় জোর মা মারা যায়। এবং তার ঠিক একমাস পরেই, বাপ লাম্বোল আবার বিবাহ করে।

বিমাতা জোকে দুটি চক্ষে দেখিতে পারিত না। পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় বিব্রত হইয়া, শীর্ণ জো যখন আশ্রয়ের জন্য বিমাতার কোলে ছুটিয়া আসিত, তখন বিমাতা ভর্ৎসনা করিয়া সরিয়া যাইত, "ছুঁস্নে, ছুঁস্নে—এক গা কাদা মেখে, আমার কাপড়-চোপড় এখনি নষ্ট করে দিবি!" বাপেরও সে চক্ষুশূল ছিল। এমন বেঁটে, বোকা, বিশ্রী ছেলেটাকে ছেলে বলিয়া পরিচয় দিতেই তার লজ্জা হইত। কিন্তু কি করে? ফেলিবার উপায় ছিল না, তাই নিতান্ত দুরদৃষ্টের মতই, জো তাদের উপর ভর করিয়া রহিল।

স্কুলে যাইতে জোর মোটে ভালো লাগিত না। পড়া বলিতে না পারিয়া, শিক্ষকের বেত্রে জর্জ্জরিত হইয়া, সে ছুটিয়া নদীর ধারে পলাইয়া আরাম পাইয়া বাঁচিত!

নদীর ধারে ঘন ঝোপ! ঝোপের আশে-পাশে ছোট-বড় অনেক গাছ। গাছে পাখী ডাকিত, সে ভূমিতে বসিয়া তাহাই শুনিত। চারিধারে মৌমাছিরা গুণ্-গুণ্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইত, সে বিভোর হইয়া তাহা দেখিত। নদীর ছোট ঢেউগুলা, মৃদু সঙ্গীতে, তটের কুলে আছাড়িয়া পড়িত, সেই শব্দটুকু তার খুব ভালো লাগিত! তার পর, এই পাখীর গান, নদীর গান শুনিতে-শুনিতে তার চোখ ঘুমে ভরিয়া আসিত।

চোখ মেলিয়া সে দেখিত, ও পারে রাঙা জলের কোলে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে—ঝোপের ধারে-ধারে, আঁধার নামিতেছে, তখন ক্ষুধায় কাতর জো ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিত।

ফিরিয়া, সে বিমাতাকে বলিত, "মা—কেমন সব গান গায়—পাখী জল, সব গান গায়!"

বিমাতা সে কথায় কাণ না দিয়া, নিতান্ত অবজ্ঞা

অবহেলার সহিত জোর সম্মুখে দুই-চারি টুক্‌রা পোড়া রুটি ফেলিয়া বলিত, "নাও, গেলো!

জোর চোখে জল আসিত!

জোর বাপ একদিন শুনিল, জো স্কুলে যায় না! বেতে ছেলের পিঠ ভাঙ্গিয়া বাপ গর্জ্জিয়া উঠিল, "হতভাগা ছেলে, তোর জ্বালায় কি শেষে মরবো রে, আমি?" বিমাতা আসিয়া সে শাসনে যোগ দিল, পরুষ কণ্ঠে কহিল, "তখনি ত বলেছিলুম, ও ছেলেকে আবার স্কুলে দেওয়া, কেন? কেবল মুঠো-মুঠো টাকা খরচ! তার চেয়ে কোন কাজে ভর্ত্তি করে দাও, তবু দু পয়সা ঘরে আসবে!"

তাহাই হইল! জোর বাপ, জোকে এক লোহার কারখানায়, কাজ শিখিতে পাঠাইল!

ভোরে, একটু খাবার খাইয়া, জো কারখানায় গেল। সেখানে সারাদিন ধরিয়া, সে আগুনের তাপে বসিয়া লোহা পিটিল। তার হাতে-গায় ব্যথা ধরিয়া গেল। ক্ষুধায় অবসন্ন জো কাঁদিতে-কাঁদিতে বাড়ী ফিরিল। গৃহে সেই দুই-চারি

টুকরা পোড়া রুটি বরাদ্দ ছিল! সে কহিল, "মা—আর একখানি রুটি দাও—বড় খিদে পেয়েছে!" বিমাতা গর্জ্জিয়া উঠিল, "তাইত, কাজের সঙ্গে খোঁজ নেই, শুধু কাঁড়ি-কাঁড়ি গিলবেন্। খেতে খরচ, কত! এর চেয়ে একটা গরু রাখলে, কত উপকার পাওয়া যেত!" বেচারা জো কি করে? কাঁদিয়া দিন কাটানো ছাড়া, তার আর অন্য উপায় ছিল না। একবেলাও যদি সে উদর পুরিয়া খাইতে পাইত! কিন্তু সে সম্ভাবনাও ছিল না!

পরদিন সে আর কারখানায় গেল না। বরাবর নদীর ধার দিয়া, বনের পথে, সে চলিল!

পাতার আড়ালে রোজারের কুটীর! রোজার পোষ্ট-অফিসে রাণারের কাজ করে। সংসারে সে একেলা মানুষ। কাজ সারিয়া, একখানি পুরানো বেহালা লইয়া, রোজার আপন মনে বাজায়; নিজের হাতে, সে রাঁধিয়া খায়। এমন করিয়াই দিন যায়।

সেদিনও রোজার নিজের বেহালাখানি লইয়া বাজাইতে বসিয়াছিল। শ্রোতা নাই,যশও সে চাহেনা! বনের মধ্যে সে নিজে বাজায়, নিজেই শোনে। জো আসিয়া রোজারের দ্বারে দাঁড়াইল!

বেহালা শুনিয়া জোর এত আমোদ হইয়াছিল যে, কখন যে, সে এক-পা, এক-পা করিয়া রোজারের ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, তার কিছুই সে জানিতে পারে নাই! রোজার জোকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল! বনের মধ্যে আসিয়াছে, কে, এ ছেলেটি! জোকে নিকটে বসাইয়া, রোজার তার চুলগুলির মধ্যে আঙুল বুলাইতে-বুলাইতে পরিচয় জানিল।

জো কহিল, "বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমার।"

রোজার তাড়াতাড়ি উঠিয়া আপনার আহার দিয়া জোর ক্ষুধা দূর করিল। এতদিনের পর, উদর পুরিয়া আহার পাইয়া, জো যেন বাঁচিল!

ছেলেটিকে দেখিয়া রোজারের মনে স্নেহ জন্মিল। তাহারও একটি ছেলে ছিল—বাঁচিয়া থাকিলে, সে-ও আজ এমনটি হইত! কিন্তু আজ কোথায়, সে—? অনেকদিন পরে, আজ, নূতন করিয়া, অতীতের কথা রোজারের মনে পড়িয়া গেল—তার চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল! তার ইচ্ছা হইল, ছেলেটিকে সে বুকে করিয়া রাখে! কিন্তু কার ছেলে—রাখিতে তার অধিকারই বা কি আছে!

সাতদিন পরে, কারখানায় মাহিনা আনিতে যাইয়া

লাম্বোল শুনিল, জো মোটে একদিন কারখানায় আসিয়াছিল, তার পর সে এ ধারেই আসে নাই!

বাড়ী আসিয়া লাম্বোল জোকে নির্দ্দয় প্রহার করিল! যন্ত্রণায় শুইয়া পড়িয়া, হাত-পা ছুড়িতে ছুড়িতে সে বলিতে লাগিল, "আমি যাব না গো—কারখানায় আর যাব না! সেখানে গেলে, মরে যাব, আমি!"

নিরুপায় হইয়া লাম্বোল প্রহার ছাড়িল। জো ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল!

৩

এক সপ্তাহ পরে জোর আবার চাকুরি মিলিল! গ্রামের জমিদারের উঠান-বাগান ঝাঁট দিতে লোকের প্রয়োজন ছিল। লাম্বোল জোকে সেই কাজে ভর্ত্তি করিয়া দিল। বেতন, মাসে সাত টাকা।

জো উঠান-বাগান ঝাঁট দেয়। জমিদার বলিয়া দিলেন, ভদ্রলোকজন আসিলে, জো যেন আড়ালে সরিয়া যায়—তাঁদের সম্মুখে, এই বদ্ চেহারা লইয়া সে যেন কখনো না দাঁড়ায়!

জমিদার-কন্যা ইভা ঘরে পিয়ানো বাজায়। বাহিরে ঝাঁট দিতে দিতে জো নিবিষ্টচিত্তে তাহাই

শোনে। আহ্লাদে তার প্রাণ যেন নাচিয়া উঠে। কাজের কথা তার মনে থাকে না। এখানে চাকুরী পাইয়া সে বাঁচিয়াছে!

সেদিন জমিদার-বাড়ীতে নৃত্যগীতের উৎসব ছিল। হলঘরে বিস্তর লোক জমিয়াছিল। নৃত্যে গীতে বাজনার সুরে আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল!

জো আসিয়া হলঘরের পর্দ্দা টানিয়া এক ধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল! সহসা কঠিন হস্তস্পর্শে তার চমক ভাঙ্গিল! স্বয়ং মনিব আসিয়া জোর গলা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন! মনিব কহিলেন, "তুই এখানে কি করছিস্?"

গান-বাজনা থামিয়া গেল! জো কিছু বলিতে পারিল না। ভয়ে তার জিভ্ শুখাইয়া গিয়াছিল! মনিবের মুখের পানে সে সভয়ে চাহিয়াছিল। দ্বিতীয় বাক্য ব্যতিরেকে মনিব সবলে জোকে ঠেলিয়া বারান্দায় আনিলেন। তার পর তাঁর তীব্র পদাঘাতে জো একেবারে দশ-বারোটা সিঁড়ি টপকাইয়া সজোরে নীচের দালানে আসিয়া পড়িল! তার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। দ্বারবান আসিয়া

জোর কাণ ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। জমিদারের ক্রুদ্ধ চীৎকার তখনও সমস্ত বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিতেছিল!

কেহ বুঝিল না যে, সুরের নেশা বালককে পাইয়া বসিয়াছিল! সে যে গান শুনিবার জন্য এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এ কথা কে-ই বা বিশ্বাস করিবে? সকলে ভাবিল, একটা দুর্দ্দমনীয় অনুচিত কৌতূহলমাত্র তাহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে।

কিন্তু এ দৃশ্যে একজনের অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। সে জমিদার-কন্যা ইভার! বালককে দেখিয়া অবধি তার মনে কেমন-একটা করুণা জাগিয়াছিল! আজ তার বিষাদসিক্ত মুখ দেখিয়া ইভার চোখে জল আসিল। আহা, বেচারা জো!

লোকজন চলিয়া গেলে, ইভা নীচে নামিয়া দ্বারবানের দ্বারা জো-র খোঁজ করাইল! দ্বারবান আসিয়া দেখে, পথের ধারে জো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমের ঘোরে তখনো তার ঠোঁট কাঁপিতেছিল! মুখে ধূলা ও রক্ত জমিয়া গিয়াছে। দ্বারবান জোকে ইভার নিকট ডাকিয়া আনিল।

হাতে কেক ও অন্যান্য মিষ্টান্ন দিয়া ইভা রুমালে

তার মুখের ধূলা-রক্ত মুছাইয়া দিল। তার পর জোর মাথায় হাত রাখিয়া কহিল, "তুমি কি চাও, জো?"

জো অবাক হইয়া গেল, কহিল, "আমার গান বাজনা বড় ভালো লাগে!"

ইভা কহিল, "তুমি বাজাতে জানো?"

জো কহিল, "না!"

ইভা কহিল, "বাজনা চাও? কি বাজনা, বল!"

জো কহিল, "একখানি বেহালা।"

ইভা কহিল, "কোথায় পাওয়া যায়, জানো?"

জো কহিল, "সহরে দোকানে পাওয়া যায়,—রোজার বলেছিল, দাম তিন টাকা!"

ইভা জোর হাতে তিনটি টাকা দিল! জো আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিল। এত আদর, সে কখনো পায় নাই। এমন মিষ্ট কথা, সে জীবনে শোনে নাই!

পরদিন জমিদার-বাড়ী কাজ সারিয়া টাকা তিনটি লইয়া জো সহরে গেল! একটী দোকানে বেহালা প্রভৃতি বিস্তর বাজনা সাজানো রহিয়াছে দেখিয়া সে

জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে যাইতে তার সাহস হইল না।

দোকানের লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “কি চাও?”

জো কহিল, “একখানি বেহালা! দাম আনিয়াছি!” বলিয়াই জো টাকা তিনটী তার হাতে দিল। সে কহিল, “তিন টাকা ত দাম নয়।” জোর মুখ শুকাইয়া গেল। দোকানের লোক দাম ফিরাইয়া দিল। জো নড়িল না।

জোকে নড়িতে না দেখিয়া, দোকানের লোকটির মনে দয়া হইল। সে কহিল, “আচ্ছা, দেখি, তিন টাকা দামের মত বেহালা আছে কিনা!”

খুঁজিতে-খুঁজিতে পুরানো বেহালা মিলিল—একটি! দুই একটী তার ঢিলা হইয়া পড়িয়াছিল। বেহালা আনিয়া জোর হাতে দিয়া সে কহিল, “এর দাম পাঁচ টাকা। তা যাক্, বাকী দু টাকা না দিলেও চলিবে!”

বেহালা লইয়া মনের আনন্দে জো ফিরিল। কিন্তু সে পথ ঠিক করিতে পারিল না। এ কোথাকার পথ? কোথায় সে আসিয়াছে? বৃথা ঘুরিয়াই সে বেলা কাটাইয়া দিল। তারপর শ্রান্ত হইয়া একটা বাড়ীর

রোয়াকে সে বেহালা বাজাইতে বসিল। ক্রমে ঘুমে তার চোখ আচ্ছন্ন হইল।

ঘুম ভাঙ্গিলে জো দেখে, একটা কুকুর তার বেহালা লইয়া টানাটানি করিতেছে। কুকুরের মুখ হইতে ছিনাইয়া লইতে গিয়া বেহালার একটী তার ছিঁড়িয়া গেল—জোর মনে হইল যেন, তার বুকের একখানা পাঁজর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে কাঁদিয়া উঠিল।

তার চীৎকারে লোক জমিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?" জো কিছু বলিল না। বেহালাটিকে বুকে চাপিয়া সে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া সকলের মুখের দিকে চাহিল। তার পর, আনমনে পথে চলিল।

মোড়ের কাছে একখানা গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। জো চাহিয়া দেখে, গাড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া তার বাপ! লাম্বোল জোর সন্ধানে সারা গ্রাম ঢুঁড়িয়া সহরে আসিয়াছিল। শেষে এক ফলওয়ালার কাছে সে সংবাদ পায়, ও পাড়ার রোয়াকে একটি ছেলে ঘুমাইতেছে! রাগে লাম্বোলের গা জ্বলিতেছিল। জোকে দেখিয়া রাগের মাত্রা আরো বাড়িয়া গেল। দয়া-মায়া ত্যাগ করিয়া সে জোকে প্রহার করিল—তার পর কুণ্ডলী করিয়া তুলিয়া গরুর গাড়ীর উপর

ঝোঁকে সে ফেলিল। চাকার পেরেকে জোর মাথা কাটিয়া গেল। চীৎকার করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। লাম্বোদ গাড়ীর উপর চড়িয়া বসিলে, গাড়োয়ান্ গাড়ী হাঁকাইয়া দিল!

৪

বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল। বেহালা শিয়রে রাখিয়া জো গাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—ক্ষুধার জ্বালা ধরিলে ঘুমাইয়াই সে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করে। বিরামদায়িনী নিদ্রাও তার যন্ত্রণা ঘুচাইতে বিলম্ব করিত না!

বাড়ী পৌঁছাইলে লাম্বোদের ধাক্কায় জোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে বেহালাটিকে বুকে করিয়া নামিয়া পড়িল। রাগে লাম্বোদের দেহ তখনো কাঁপিতেছিল—জোর কাণ ধরিয়া টানিয়া সে হাঁকিল, "হতভাগা ছেলে—আবার ঘুম হচ্ছে! আপদ এসে জুটেছে, কোথা থেকে!"

বিমাতা আসিয়া জোকে কোলে টানিয়া লইল! জীবনে আজ এই প্রথম জো তার বিমাতার কোলে উঠিল! কোল হইতে নামাইয়া দিলে

ছুটিয়া সে নিজের বিছানায় গিয়া ঢুকিল। আহার হয় নাই—ক্ষুধায় নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইতেছিল, তাহাতে কি আসিয়া যায়! কিন্তু এমন অপরাধের পর আহার চাহিলে কি আর তার রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা আছে?

নীচে লাম্বোল তখনো ক্রুদ্ধ আক্রোশে আস্ফালন করিতেছিল! লাম্বোল কহিল, "কোথায় গেল, সে আপদটা? আজ তাকে মেরেই ফেলবো, আমি। এতটুকু স্বস্তি নাই, তার জন্য! না হয়, মেরে ফাঁসি যাব!"

বিমাতা নিষেধ করিল, "আহা—থাক্, থাক্, আজ ঘুমাক, কাল সকালে না হয় শাসন করো।"

কিন্তু লাম্বোল সে কথা শুনিল না! দ্রুত সে জোর বিছানার ধারে আসিল। তার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া কহিল, "আয়েস করে এসে বিছানায় ঢুকেছো—হতভাগা!" বলিয়া সে চুল ধরিয়া জোকে বসাইতে চেষ্টা করিল। জোর মাথা বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িল! লাম্বোলের রোষের মাত্রা আরো বাড়িয়া গেল। হুঙ্কার দিয়া আবার সে তাহাকে টানিয়া বসাইবে, এমন সময় সহসা সে কাঁপিয়া

উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে জো-ও বিছানা ছাড়িয়া নীচে ছুট দিল। বিমাতাও আসিয়া পড়িয়াছিল। আসিয়া লাম্বোলকে কহিল, "এ কি, তুমি কাঁপছো, কেন ?"

লাম্বোলের মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল। কম্পিত-কণ্ঠে সে কহিল, "সে এসেছিল !"

"কে ?"

"জোর মা !"

"সে কি ?"

"হাঁ ! আমার হাত থেকে জোকে সে ছিনিয়ে নিলে ! স্পষ্ট দেখেছি !"

* * * *

ঊর্দ্ধশ্বাসে জো গোরস্থানের দিকে ছুটিল। সেখানে তার মার কবর আছে,—জুড়াইবার একমাত্র স্থান ! জগতে আর কোথাও তার আশ্রয় ! নাই—কেবলি শাসন, কেবলি নির্দ্দয় প্রহার ! কোথাও এতটুকু স্নেহ নাই, সান্ত্বনা নাই ! কেবলি পীড়নের একশেষ।

মেঘের মধ্য হইতে তখন চাঁদের আলো পৃথিবীর

গায় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। জো তার মার কবরের কাছে আসিয়া শিলাখণ্ডের উপর মাথা রাখিয়া প্রাণভরে কাঁদিল। আকুল স্বরে ডাকিল, "মা, ও মা—কোথায় তুমি? এসো—আর আমি পারি না, মা!"

পিছন হইতে কে ডাকিল, "জো!"

জো চমকিয়া ফিরিয়া দেখে, তার মা! কতদিন সে মাকে দেখে নাই, তবু এ মুখখানি ত আজো তার মনে ছিল! দুই হাত বাড়াইয়া সে কহিল, "আমাকে কোলে নাও, মা—"

"এই যে বাবা", বলিয়া মা জোকে কোলে লইল! পরে মিষ্টকণ্ঠে কহিল, "জো—বেহালা বাজাও, আমি শুনি!"

তখন জোর মন হইতে সকল দুঃখ সকল কষ্ট দূর হইয়া গেল। তার মুখে হাসি দেখা দিল! বেহালার ছিন্ন তার জোর মাথার রক্ত লাগিয়া জুড়িয়া গিয়াছিল! বেহালা লইয়া জো তারে ঘা দিল; পিড়িং, পিড়িং, পিড়িং! তার পর বেহালার সেই তার বহিয়া তার প্রাণের যত দুঃখ, যত বেদনা হাহাকার করিয়া বাহির হইয়া পড়িল!

কাঁপিয়া কাঁপিয়া তার এমন এক করুণ সুর বাহির করিল যে, মনের দুঃখে চাঁদ মেঘের পিছনে লুকাইল! মার বুকে মাথা রাখিয়া জো ডাকিল, "মা!"

মা বলিলেন, "এই যে বাবা, ঘুমোও তুমি!" জো আবার ডাকিল—তার কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল—ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাকিল "মা!"

৫

জমিদার-বাড়ীর মজলিস তখনো ভাঙ্গে নাই! হাসি গল্পে আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় জমিদারের আত্মীয় জন আসিয়া কহিল, "ভারী এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়েছে।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি? কি?"

জন কহিল, "আসবার সময় গোরস্থানে বাজনা শুনে এলুম। এমন সুন্দর! এই রাতে কে বাজায়!"

একজন কহিল, "ভূতের দল!" আর একজন বলিল, "মুক্তির দিন তবে এল বুঝি!"

জমিদার কহিল, "শোন কেন, ও সব পাগলামি!"

জন কহিল, "নিজের কাণে শুনে আসছি—পাগলামি কি রকম?"

ইভা কহিল, "বেশ ত, কতই বা পথ! চলুন না, দেখে আসি!"

ব্যগ্র কৌতূহলে সকলে দেখিতে চলিল! যখন গোরস্থানের নিকটে পৌঁছিল, তখন চারিধার নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল! কোন সাড়াশব্দ ছিল না!

গোরস্থানের মধ্যে চাঁদের আলোতে সকলে দেখিল,অদূরে কবরের পাশে মানুষের মত যেন কে পড়িয়া রহিয়াছে! ইভার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। যদি সত্য হয়! ইভা শিহরিয়া উঠিল।

ইভা সকলের আগে চলিল! কাঁটার ঝোপে কাপড় আটকাইয়া যাইতেছিল—কাঁটা ছাড়াইয়া ইভা সম্মুখে আসিয়া দেখে—কবরের শিলাখণ্ডে লেখা রহিয়াছে, "মেরি লাম্বোল," এবং সেই কবরের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কে, ও—? ইভা তখনি চিনিল, জো! জোর হাতের উপর ছোট একখানি বেহালা পড়িয়া রহিয়াছে।

জন কহিল, "সেই ছেলেটা, না? তোমাদের ঝাড়ুদার!" জমিদার কহিল, "হতভাগাটা কি

গো! এই রাতে এখানে এসে বেহালা বাজায়! ওর মাথা নিশ্চয় খারাপ!"

থাকিয়া-থাকিয়া ইভার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল—জোর কাছে আসিয়া সস্নেহ স্বরে সে ডাকিল, "জো!"

কে উত্তর দিবে? মায়ের কোলে আসিয়া সে আজ আরামে ঘুমাইয়াছে—ইহজগতে এ ঘুম তার আর ভাঙ্গিবে না।

তখন মেঘের মধ্যে চাঁদ আবার লুকাইয়া পড়িতেছিল! সেই অস্পষ্ট আলো-আঁধারের ভিতর দিয়া ইভার দীর্ঘনিশ্বাস ধীরে ধীরে বায়ুতে মিলাইয়া গেল!

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ।

শেফালি

বাঙ্গালী গৃহ-জীবনের দুঃখ-সুখের নিখুঁত চিত্র। করুণ ও হাস্যরসের বিচিত্রোজ্জ্বল সুন্দর দশটি গল্প। প্রীতি-উপহার দিতে অদ্বিতীয়। ১৬৪ পৃষ্ঠা, সুদৃশ্য, সচিত্র কভারে, এণ্টিক কাগজে, পরিষ্কার ছাপা। মূল্য ৸৹ বারো আনা মাত্র।

শেফালি যে সাধারণের নিকট সবিশেষ আদরলাভ করিয়াছে তাহার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ, ইহার সকল গল্পগুলিই প্রায় ইতিমধ্যে হিন্দী ও ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া গিয়াছে।

কয়েকটি অভিমত।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী—সুন্দর। করুণ গল্পগুলি পড়ে চোখের জল ধরে রাখা যায় না।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—গল্পগুলি আমার খুব ভাল লেগেছে। সব গল্পতেই একটা প্রাণ আছে—বেশ একটু রস আছে। কথায় বেশী আড়ম্বর নেই, অথচ মনকে সহজে আকর্ষণ

করে। ছোট গল্প লেখার 'আর্ট' তাঁর বেশ আয়ত্ত হয়েছে।

'বাণী', 'কল্যাণী' প্রভৃতির রচয়িতা সুকবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন—রোগশয্যায় আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এই অল্প বয়সে অদ্ভুত আপনার literary capacity.

বঙ্গবাসী—যেমন ভাব, ভাষা তেমনই সুন্দর। গল্পের সৌন্দর্য্য চিত্তাকর্ষক; যেন চুম্বক প্রস্তর। এ গ্রন্থের আদর ঘরে ঘরে হইবে।

ভারতী—রচনাভঙ্গী সঙ্কোচহীন, পরিষ্কার, মনোজ্ঞ। নাটকীয় ভাবের সংমিশ্রনে সমুজ্জ্বল। চিত্রাঙ্কনে কৃতিত্ব যথেষ্ট। গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র স্বাভাবিক, সুন্দর হৃদয়গ্রাহী! করুণরসে সিদ্ধহস্ত, ব্যঙ্গেও যথেষ্ট শক্তি। অসামান্য নৈপুণ্য।

বসুমতী—আখ্যানবস্তু সুন্দর, স্বাভাবিক ও মনোহারী। ভাষা প্রাঞ্জল, সুমধুর ও গল্পরচনায় উপযোগিনী। সহজ ভাষায় ভাবের প্রবাহ অনায়াসে বহিয়া যায়। অনেক গল্পে, উজ্জ্বল হাস্যরস হীরকখণ্ডের ন্যায় দেদীপ্যমান। গল্প-রচনার উপাদানে তিনি (সৌরীন্দ্রবাবু) ঐশ্বর্য্যশালী। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য অত্যন্ত সুলভ বলিয়াই মনে হয়।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস—The author is a writer of considerable reputation and there are merits in his publication which certainly commend a perusal.

বেঙ্গলি—The author is a well-known personality in the literary circle. Happy arrangement of selections. Brilliant touches and dramatic side lights, style vigorous, bold and delightful.

হাস্য-রসোজ্জ্বল অভিনব ব্যঙ্গ-নাট্য

যৎকিঞ্চিৎ

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

এ ব্যঙ্গনাট্যের বিশেষত্ব, ইহাতে এমন একটি কথা বা ইঙ্গিত নাই, যাহাতে শিক্ষিত পাঠকের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়! পিতাপুত্রে একসঙ্গে বসিয়া পড়িতে পারেন। কাহারো প্রতি ব্যক্তিগত কটাক্ষ নাই, অথচ সুমধুর ব্যঙ্গের লীলা প্রবাহ আগাগোড়া বহিয়া গিয়াছে। এমন সুরুচি-সঙ্গত ব্যঙ্গনাট্য বঙ্গসাহিত্যে বিরল! হাসির গান, ভাবের গান, সুন্দর অপর্য্যাপ্ত!

কয়েকটি অভিমত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, টি—সুন্দর হইয়াছে। নূতনত্ব ও মধুরতা

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—নিতান্ত যৎকিঞ্চিৎ নয়, কাঞ্চন-মূল্য। বেশ নূতনত্ব আছে। রহস্যটুকু উজ্জ্বল, মিষ্ট!

বসুমতী—রচনারসে সুমধুর, ব্যঙ্গে সমুজ্জ্বল, অথচ সে ব্যঙ্গে পঙ্কিল কলুষতা নাই। ভাষা চমৎকার; চটুল উক্তি-প্রত্যুক্তি স্ফটিকের ন্যায় বিমল, স্বচ্ছ!

ভারতী—হাসি-ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু অশ্লীলতা নাই। নাটকীয় প্রতিভা যথেষ্ট। হাস্যকৌতুক অপর্য্যাপ্ত।

নূতন ধরণের বিচিত্র-মধুর কৌতুক-নাট্য

দশচক্র

কবিবর রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র গল্প অবলম্বনে রচিত। দুই অঙ্কে সম্পূর্ণ। যেমন মজার ঘটনা, তেমনি হাসির সৃষ্টি! ষ্টার থিয়েটারে বিশেষ

সুখ্যাতির সহিত অভিনীত। আগাগোড়া হাসি—সুরুচি-সঙ্গত বিশুদ্ধ রসিকতায় আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ হইবেন। হাসির গান, ভাবের গান প্রচুর, সুন্দর! মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

ভারতী—ইহাতে সর্ব্বত্র সংযত ভাব, সুরুচি ও সরসতা রক্ষিত হইয়াছে। কোথাও কষ্টকল্পনা বা অস্বাভাবিকতার সাহায্যে কৌতুক বা হাস্যরস সৃষ্টি করিবার প্রয়াস নাই। যথেষ্ট কৃতিত্ব। রচনার প্রধান গুণ, প্রচ্ছন্ন আঘাত। গানগুলি বেশ সুখপাঠ্য ও কবিত্বরসে সুমধুর।

কলিকাতা, গুরুদাস বাবুর দোকান, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, লোটাস লাইব্রেরী প্রভৃতি পুস্তকালয়ে ও আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী
৬৫, হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

গ্রন্থকাররচিত নূতন গল্পের বহি

নির্ঝর

বাঙলা দেশের ঘরের কথা! আড়ম্বরহীন, স্বাভাবিক,
সরল, সহজ ও সুন্দর!
আনন্দের প্রস্রবণ! প্রমোদের নির্ঝর!

এবং

ছেলেদের জন্য ছবি ও গল্পের নূতন বহি

রামধনু

রাজকন্যার গল্প, পরীর গল্প, কাঠুরিয়ার গল্প,
সাপের দেশের গল্প! তার উপর,
নানা রঙের, নানা ধরণের ছবি! রাশি, রাশি!
শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।